পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ-বছর ২০১৯/২০২০-২০২৩/২৪

গফরগাঁও উপজেলা

ময়মনসিংহ

পঞ্চ-বার্ষিকউন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ-বছরঃ ২০১৯/২০-২০২৩/২৪

প্রকাশকাল

নভেম্বর, ২০১৯

গফরগাঁও উপজেলা পরিষদ

গফরগাঁও, ময়মনসিংহ

উপদেষ্টা

জনাব ফাহ্‌মী গোলন্দাজ বাবেল
মাননীয় সংসদ সদস্য, ১৫৫ ময়মনসিংহ-১০ (গফরগাঁও)ও উপদেষ্টা, উপজেলা পরিষদ, গফরগাঁও

পৃষ্ঠপোষকতায়

জনাব মোঃ আশরাফ হোসেন, চেয়ারম্যান, গফরগাঁও উপজেলা, ময়মনসিংহ
জনাব মোঃ আতাউর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান, গফরগাঁও উপজেলা, ময়মনসিংহ
জনাব রেশমা আক্তার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, গফরগাঁও উপজেলা, ময়মনসিংহ

সম্পাদনায়

জনাব কাজী মাহবুব উর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গফরগাঁও উপজেলা, ময়মনসিংহ

প্রকাশনা কমিটি

জনাব কাজী মাহবুব উর রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গফরগাঁও
জনাব মোঃ জাকির হোসেন, উপজেলা প্রকৌশলী, গফরগাঁও
জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম আকন্দ, উপজেলা সিনিয়রমৎস্য কর্মকর্তা, গফরগাঁও
জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন, উপজেলা কৃষিঅফিসার, গফরগাঁও
জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন, উপজেলামাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, গফরগাঁও
জনাব মোঃ শরিফুর রহমান, উপজেলা পল্লি উন্নয়ন অফিসার, গফরগাঁও
জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম খান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য), গফরগাঁও
জনাব আবদুল হালিম মানিক, সমাজসেবক, গফরগাঁও

কারিগরি সহোযোগীতায়

মোঃ রকীব হোসেন, জেলা সমন্বয়ক, UICDP,স্থানীয় সরকার, ময়মনসিংহ

গ্রন্থস্বত্ব

গফরগাঁও উপজেলা পরিষদ, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর, ২০১৯

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	মুখবন্ধ	৬
	বাণী	৭
১.	প্রথম অধ্যায়(উপজেলার পরিচিতি)	
	উপজেলার পটভূমি	১৩
	উপজেলার নামের ইতিহাস	১৪
	উপজেলার মানচিত্র	১৫
	উপজেলার ভৌগলিক পরিচিতি	১৬
	উপজেলার ভাষা ও সংস্কৃতি	১৬
	উপজেলার খেলাধুলা ও বিনোদন	১৭
	উপজেলার নদ-নদী	১৭
	উপজেলার যোগাযোগ	১৮
	উপজেলার ব্যবসা-বানিজ্য	১৮
	উপজেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য	১৯
	উপজেলার কৃতিব্যক্তিত্ব	২১
২.	দ্বিতীয় অধ্যায় (আর্থ-সামাজিক তথ্য)	
	উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য	২২
	বিভিন্ন বিভাগের আর্থ-সামাজিক তথ্য	
	ইউনিয়ন	২৪
	সমাজসেবা	২৫
	বিআরডিবি	২৬
	কৃষি	২৭
	উপজেলা শিক্ষা	২৯
	মৎস্য	৩১
	উপজেলা স্বাস্থ্য	৩২
	মহিলাবিষয়ক	৩২
	ভুমি	৩৩
	যোগাযোগ	৩৩
	পরিবার পরিকল্পনা	৩৪

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	প্রাণী সম্পদ.....	৩৪
	সমবায়.....	৩৪
	মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস.....	৩৫
৩.	তৃতীয় অধ্যায় (পরিস্থিতি বিশ্লেষন)	
	পরিস্থিতি বিশ্লেষন	৩৭
৪.	চতুর্থ অধ্যায়(পঞ্চ-বর্ষিক পরিকল্পনার বাজেট)	
	পঞ্চ-বর্ষিক পরিকল্পনার বাজেট.....	৪১
৫.	পঞ্চম অধ্যায় (অবস্থা বিশ্লেষন)	
	হস্তান্তরিত বিভাগ সমুহের উন্নয়ন কার্যক্রম	৪২
৬.	ষষ্ঠ অধ্যায় (রুপকল্প এবং লক্ষ্য, ফলাফল ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ)	
	রুপকল্প	৪৯
	পঞ্চ-বর্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, ফলাফল ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ	৫০
৭.	সপ্তম অধ্যায় (পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্ল্যানিং ফরমেট)	
	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্ল্যানিং ফরমেট.....	৫১
৮.	অষ্টম অধ্যায়(বাস্তবায়ন,পরিবিক্ষণ ও মূল্যায়ন)	
	পরিবিক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য.....	৫৩
	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন	৫৩
	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবিক্ষণ	৫৪
	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল্যায়ন.....	৫৪
৯.	নবম অধ্যায় (ইউসিএফবিপিএল ও টিজিপি)	
	ইউসিএফবিপিএল	৫৮
	টিজিপি	৫৯
১০.	পরিশিষ্ট	
	সচিত্র উপজেলা পরিষদ.....	৬০

মুখবন্ধ

যে কোন দেশ, এলাকা বা সংস্থার উন্নয়ন নির্ভর করে তার সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও যথাযথ বাস্তবায়নের উপর। বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তরের কাঠামো হচ্ছে উপজেলা পরিষদ। স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন বিকেন্দ্রিকরণ, স্থানীয়ভাবে সম্পদ আহরণ ও জনগনের দোরগোরায় সেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে এ কাঠামো গঠন করা হয়। ১৯৯৮ সনের উপজেলা পরিষদ আইন এবং উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকায় উপজেলাকে প্রতি পাঁচ বছর পর পর পঞ্চ-বার্ষিক এবং প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার কথা বলা আছে। কিন্তু এ যাবত কোন উপজেলাই এ পরিকল্পনা সমুহ তৈরী করেনি। যদিও কিছু কিছু উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বা কেবল উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করে যা মান সম্মত বা কার্যকর হয়নি। ফলে উপজেলা সমুহ এ উন্নয়ন পরিকল্পনার অভাবে সার্বিক উন্নয়ন ও কাংখিত সেবা নিশ্চিত করতে পারছিল না। আর এ কারনেই বাংলাদেশ সরকার JICA এর কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৮টি উপজেলায় সমন্বিতভাবে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার লক্ষ্যে UICDP নামক একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আর গফরগাঁাও উপজেলা সেই ৮টি সৌভাগ্যবান উপজেলাদের একটি। এ প্রকল্পের সহায়তায় গফরগাঁও উপজেলা গত ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের জন্য তার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং যথাসময়ে তা বাস্তবায়ন করে। এরই ধারাবাহিকতায় গফরগাঁও উপজেলা আগামী ২০১৯/২০-২০২৩/২৪ সময়ের পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং তাবাস্তবায়ন করবে বলে আশা করছে।

বাণী

ফাহ্‌মী গোলন্দাজ বাবেল, এমপি
১৫৫, ময়মনসিংহ-১০ (গফরগাঁও)
ও উপদেষ্টা, উপজেলা পরিষদ, গফরগাঁও

মাননীয় সংসদ সদস্যের বাণী

গফরগাঁও ময়মনসিংহ জেলার একটি অন্যতম উপজেলা। উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি "পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" বই প্রণয়ন করেছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশি। একটি এলাকার উন্নয়ন নির্ভর করে তার সুষ্ঠু পরিকল্পনার উপর। গফরগাঁও উপজেলা পরিষদের এ উদ্যোগ তার উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিত করবে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার সব সময়ই স্থানীয় সরকারকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ২০২১ সনের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সনের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করা সরকারের একটি লক্ষ্য। এ ভিশনকে সামনে রেখে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে, তেমনি একটি প্রকল্প UICDP। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন UICDP'র প্রধান উদ্দেশ্য হলো উপজেলা পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন ও সেবা কার্যক্রমজোরদার করা। একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণ, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ অন্যান্য সুবিধাভোগীগণ এলাকার সমস্যা সমাধানে সম্মিলিতভাবে কাজ করবে যার ফলে সুষ্ঠুভাবে সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং সকলের দক্ষতা, জবাবদিহিতারচর্চা বৃদ্ধি পাবে। "পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" বই প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে যেমন সম্পদ ব্যবহারে অপচয় কমবে, তেমনি উন্নয়নের ভিত টেকসই হবে এবং অনগ্রসর জনগণের উন্নয়ন সম্ভব হবে। আমি এ চমৎকার উদ্দ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং আশা করবো গফরগাঁও উপজেলা এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাবে।

ফাহ্‌মী গোলন্দাজ বাবেল, এমপি

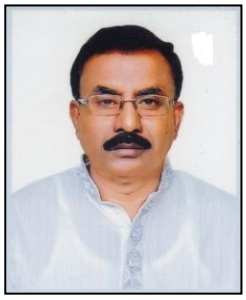

মোঃ আশরাফ উদ্দিন
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ

উপজেলা চেয়ারম্যানের বাণী

গফরগাঁও উপজেলা ময়মনসিংহ জেলার একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী উপজেলা। উপজেলা সৃষ্টির পর থেকেই এ উপজেলা তার উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের জন্য সমন্বিতভাবে উপজেলার উন্নয়ন করা কষ্টসাধ্য করে তুলেছিল । তবে আশার কথা গফরগাঁও উপজেলা বাংলাদেশ সরকার ও UICDP প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় এই প্রথম ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের জন্য একটি "পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" প্রণয়ন করেছে।

সুশাসন ও জবাবদিহিতা ছাড়া যেমন একটি প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না তেমনি জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও সেই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমান জনবান্ধব সরকার তাই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকর উন্নয়নে বিশ্বাসী। জনপ্রতিনিধি, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সিভিল সোসাইটি ও ব্যক্তি মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তৈরীর লক্ষ্যেই এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে বলে আমি জেনেছি। এটা বাস্তবায়িত হলে পরে যেমন একটি পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্ভব হবে তেমনি প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও বৃদ্ধি পাবে। জনগন প্রত্যক্ষভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহনের ফলে নিজেদেরকে মর্যাদাপূর্ণ ভাববে।

আমি এ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানচ্ছি এ উপজেলাকে এ পাইলট প্রকল্পে রাখার জন্য। আমি আশা করবো উপজেলা পরিষদ এ পরিকল্পনা মোতাবেক তার উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত রাখবে।

মোঃ আশরাফ উদ্দিন

মোঃ আতাউর রহমান
উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ

উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানেরবাণী

দেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোর দ্বিতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে উপজেলা পরিষদ। প্রশাসন বিকেন্দ্রিকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ আহরনের মাধ্যমে উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এ কাঠামো গঠন করা হয়। ১৯৯৮ সনের উপজেলা পরিষদ আইন ও উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকায় উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার কথা বলা আছে। বাংলাদেশ সরকার JICA এর কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৮টি উপজেলায় সমন্বিতভাবে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রতি বছরের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার জন্য UICDP প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ময়মনসিংহ বিভাগ ও ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলা এ ৮টি উপজেলার একটি। গফরগাঁাও উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে আমি আনন্দিত ও খুশি গফরগাঁাও উপজেলা সফলভাবে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করতে পেরেছে। আমি আশা করবো উপজেলা পরিষদ এ পরিকল্পনা মোতাবেক তার উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং উপজেলাকে একটি মডেল উপজেলা হিসেবে গড়ে তুলবে। আমি এ কাজের সংগে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মোঃ আতাউর রহমান

রেশমা আক্তার
উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা)
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ

উপজেলা ভাইস (মহিলা) চেয়ারম্যানের বাণী

গফরগাঁও উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। গফরগাঁও উপজেলা পরিষদের 'পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা' সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করি।

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এই স্তরকে অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য বর্তমান সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে, তেমনই একটি প্রকল্প UICDP। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন UICDP'র প্রধান উদ্দেশ্য হলো উপজেলা পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন ও সেবা কার্যক্রম জোরদার করা। এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা এবং সরকারি নীতি প্রতিফলনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও হস্তান্তরিত ১৭টি দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণ, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এলাকার সমস্যা সমাধানে সম্মিলিতভাবে কাজ করবেন যার ফলে সুষ্ঠুভাবে সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত হবে। দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও গণতন্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সম্পদ ব্যবহারে অপচয় কমবে, উন্নয়নের ভিত টেকসই হবে এবং অনগ্রসর জনগণের উন্নয়ন সম্ভবপর হবে। আমি উদ্যোগকে স্বাগত জানাই ও গফরগাঁও উপজেলার সাফল্য কামনা করি।

রেশমা আক্তার

কাজী মাহবুব উর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাণী

গফরগাঁও উপজেলা ময়মনসিংহ জেলার একটি অন্যতম প্রধান উপজেলা। ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং জীবনযাত্রার মানেও এই উপজেলা আলোচিত এবং আলোকিত। "বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" করার মাধ্যমে এই উপজেলার উন্নয়ণ কর্মকান্ডে একটি সমন্বয়ের সুযোগ তৈরী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারী সেবায় আস্থা ফিরিয়ে আনতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। একথা অনস্বীকার্য যে, অংশগ্রহনমূলক, শক্তিশালী, জবাবদিহিতামূলক, নিরপেক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ব্যতিরেকে উপজেলা পরিষদকে কার্যকরী করা সম্ভবপরনয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের দীর্ঘমেয়াদের ভিশনই পারে ভবিষ্যতের কাংখিত মাত্রার স্থানীয় সরকার তৈরী করতে।

উপজেলার বিভিন্ন দফতরের সম্পাদিত কাজ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখানে স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি জাতীয় দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্ব-স্ব দফতরের কাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। গফরগাঁও উপজেলার স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী-বেসরকারী সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান একটি একীভূত সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেবা প্রদান অব্যাহত রাখবে বলে আমি মনে করি।

এই পরিকল্পনা পুস্তিকায় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তর ও তার কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। আরো ধন্যবাদ জানাই TGPএর সদস্যবৃন্দসহ তাদের যারা এই পুস্তিকা প্রণয়নে নিরলসভাবে কাজ করেছেন এবং একে স্বার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন।

কাজী মাহবুব উর রহমান

প্রথম অধ্যায়
উপজেলার পরিচিতি

১.১ উপজেলার পটভূমি

গফরগাঁওয়ের ঐতিহাসিক পটভূমি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রাজ বংশের শাসনের ক্রমবিবর্তনের বৈশিষ্ট্য অলংকৃত। গফরগাঁও বংগ দেশের একটি অংশ বিধায় এখানেও আর্য্যদের বসতি ছিল বলে অনুমান করা যায়। চতুর্থ শতাব্দীতে রাজা সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি সমতট (ফরিদপুর-ঢাকা-পশ্চিম ময়মনসিংহের দক্ষিণ অংশ অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমাংশ) দখল করেন। ভাওয়ালের পাল রাজাগণ দশম শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত ১২১বছর এই অঞ্চল শাসন করেন। পাল রাজাদের পরে ইহা হিন্দু শাসনে আসে। বৈদিক রাজত্বকালেই শাসন কার্যের সুবিধার জন্য বঙ্গদেশকে ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। ১) বরেন্দ্র, ২) বাড়ুগী, ৩) বঙ্গ ৪) রাঢ় ৫) মিথিলা। বংগ বিভাগটি ছিল করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্র মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ। আর গফরগাঁও এলাকা সেন রাজাদের অধীনে ছিল।

১৩৯২ সালে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে এই এলাকা মুসলিম শাসনে আসে। প্রশাসনিক শাসনকর্তা ছিলেন জানে আলম খান। তাহার রাজধানী ছিল বর্তমান দিঘিরপাড় গ্রামে। সেই সময় গফর শাহ নামে একজন দরবেশ ছিলেন, তার নামানুসারে গফরগাঁও নাম করণ করা হয়। ১৮১৩ সালে সর্বপ্রথম ময়মনসিংহের জেলা কালেক্টর রবার্ট মিডফোড্রের নির্দেশে গফরগাঁও পাইক বরকন্দাজ নিয়া একটি থানা স্থাপন করা হয়। ১৮১৫ সালে ম্যাজিস্ট্রেট ইয়ার সাহেব থানায় চৌকিদারী প্রথা চালু করেন। গফরগাঁও থানায় ১৩ জন চৌকিদার ছিল। ১৯৮২ সালে গফরগাঁওকে মান উন্নীত থানা হিসাবে ঘোষনা করা হয় ও উক্ত সালের ৭ নভেম্বর উদ্বোধন করেন রিয়াল এডমিরাল মাহবুব আলী খান। ১৯৮৩ সালে উপজেলা কার্যক্রম চালু হয়। প্রথম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ছিলেন জনাব আবুল কাশেম, ও প্রথম উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন জনাব এস,এম মুর্শেদ।

১.২ উপজেলার নামের ইতিহাস

গাফফার খান নামক জনৈক সেনানায়কের নামে 'গফরগাঁও' নামের উৎপত্তি। মুঘল সেনাপতি রাজা মানসিংহ ও বাংলার বারো ভূঁইয়ার নেতা ঈশা খানের সম্মুখ যুদ্ধটি গফরগাঁওয়ের বাশিটা গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, মানসিংহের কিছু কিছু বংশধর এখনো এখানে বাস করেন। গফরগাঁওয়ের বিরাট একটা অংশ ভাওয়াল পরগনাধীন এবং পূর্বাংশ চর আলগী ইউনিয়ন আঠারোবাড়ী জমিদার প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ড. দীনেশ চন্দ্র সেন কর্তৃক বৃহত্তর ময়মনসিংহের 'মৈমনসিংহ গীতিকা' সংগ্রহকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র পল্লীকবি জসীম উদ্দীনকে এই এলাকায় নিয়োজিত করেন। গফরগাঁও অবস্থানকালে জসীম উদ্দীনের সাথে স্থানীয় রূপাই মিয়ার ঘনিষ্ঠতা হয়। রূপাই মিয়ার জীবনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি কয়েকটি ভাষায় অনুদিত তাঁর প্রখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'নকশী কাঁথার মাঠ' রচনা করেন।এখানে জারি, সারি, বাউল ও কেচ্ছাগান নিয়মিত চর্চা হয়। ষাটের দশক পর্যন্তও ঘেঁটুগানের চর্চা এই অঞ্চলে নিয়মিত হতো। তাছাড়া প্রায়ই নৌকা বাইচ হয়ে থাকে।

গফরগাঁও উপজেলা ১টি প্রথমশ্রেণীর পৌরসভা, ১৫টি ইউনিয়ন ও ২০২ টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। ইউনিয়ন সমূহ হল- রসূলপুর, বারবারিয়া, চরআলগী, রাওনা, যশরা, সালটিয়া, গফরগাঁও, মশাখালী, উস্তি, পাইথল, পাঁচবাগ, লংগাইর, দত্তেরবাজার, নিগুয়ারী ও টাংগাব। গফরগাঁও উপজেলা দুটি থানা নিয়ে গঠিত, তা হল গফরগাঁও ও পাগলা। পাগলা থানা একটি নতুন থানা, যা ২০১২ সালে চালু হয়েছে।

১.৩ উপজেলার মানচিত্র

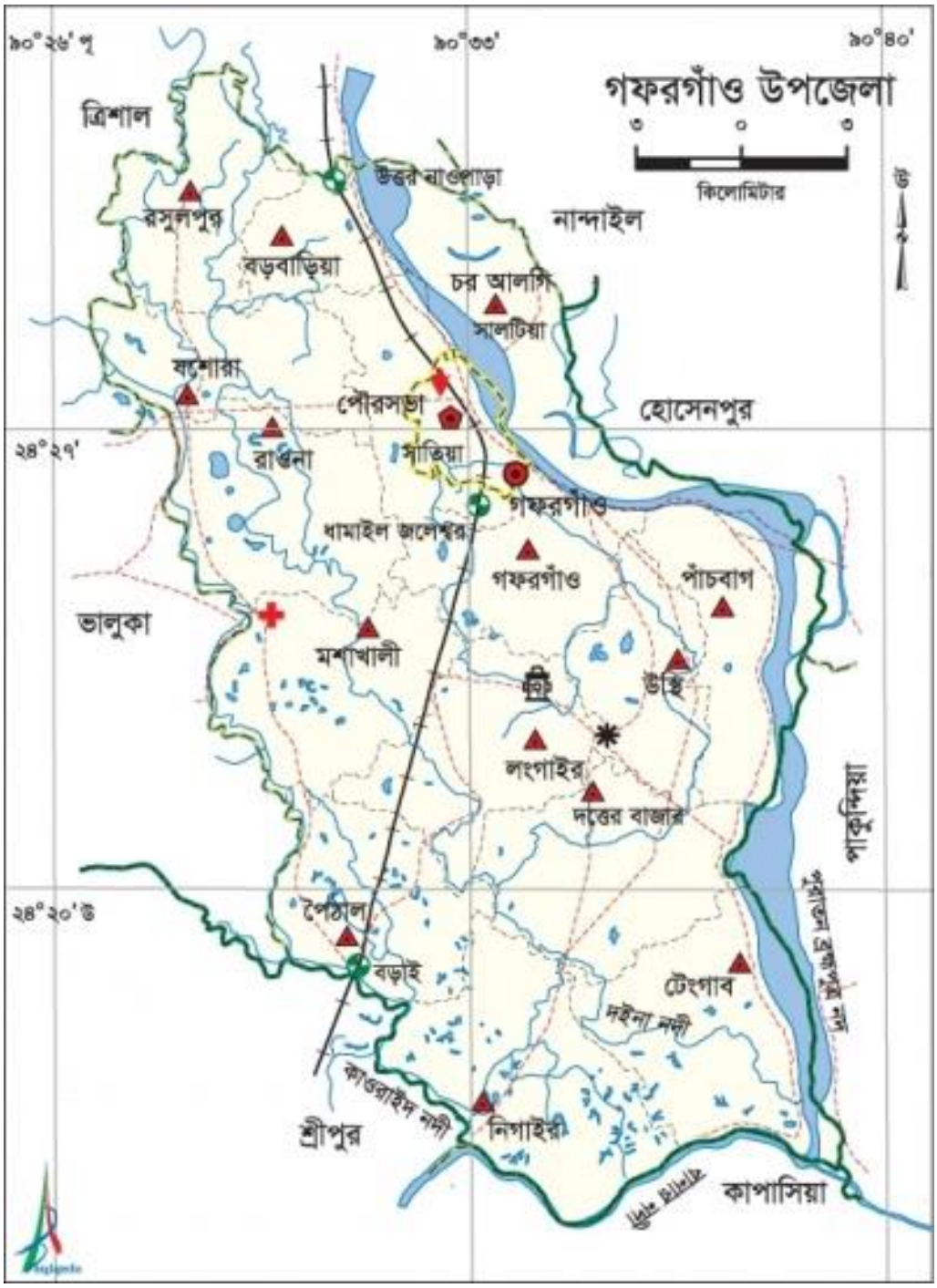

১.৪ ভৌগলিক পরিচিতি

উত্তরে ত্রিশাল, পূর্বে নান্দাইল, কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর ও পাকুন্দিয়া উপজেলা, দক্ষিণে গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া ও শ্রীপুর উপজেলা ও পশ্চিমে ত্রিশাল ও ভালুকা উপজেলা। সীমানার প্রায় তিন দিক নদী দ্বারা বেষ্টিত এর পূর্বে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে কালীবানার ও পশ্চিমে সুতিয়া। শুধু উত্তর দিকে স্থল। উত্তরে ত্রিশাল, পূর্বে নান্দাইল, কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর ও পাকুন্দিয়া উপজেলা, দক্ষিণে গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া ও শ্রীপুর উপজেলা ও পশ্চিমে ত্রিশাল ও ভালুকা উপজেলা। সীমানার প্রায় তিন দিক নদী দ্বারা বেষ্টিত এর পূর্বে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে কালীবানার ও পশ্চিমে সুতিয়া। শুধু উত্তর দিকে স্থল।গফরগাঁও ২৪.১৫" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০.২৬" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

১.৫ ভাষা ও সংস্কৃতি

গফরগাঁও উপজেলার ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগলিক অবস্থান এই উপজেলার মানুষের ভাষা ওসংস্কৃতি গঠনে ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত এইউপজেলাকে ঘিরে রয়েছে ত্রিশাল, ভালুকা, নান্দাইল, হোসেনপুর, শ্রী পুর, উপজেলাসমূহ।এখানে ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের অন্যান্য উপজেলারমতই, তবুও কিছুটা বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন কথ্য ভাষায় মহাপ্রাণধ্বনি অনেকাংশে অনুপস্থিত, অর্থাৎ ভাষা সহজীকরণের প্রবণতা রয়েছে। গফরগাঁও, বক্ষপুত্র , শিলা , সুতিয়া প্রভৃতি নদী সংলগ্ন উপজেলার আঞ্চলিক ভাষার সাথে সন্নিহিত ঢাকা অঞ্চলের ভাষার, নেত্রকোনাও গাজীপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলার আঞ্চলিক ভাষায় গফরগাঁও এলাকার ভাষার অনেকটাই সাযুজ্য রয়েছে। বক্ষপুত্র , শিলা , সুতিয়া নদীর গতিপ্রকৃতি এবং গারো পাহাড়ের পাদদেশে হালুয়াঘাটের মানুষের আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, সংস্কৃতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

এই এলাকার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে গফরগাঁও এর সভ্যতা বহুপ্রাচীন। এছাড়াও এ এলাকায় কিছুক্ষুদ্র জাতিসত্বা বসবাস করে যাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে। সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে গফরগাঁও অবদানও অনস্বীকার্য।

যেসব সরকারী সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা দেবিদ্বারয় কাজ করছে সেগুলো হলোঃ

* উপজেলা শিল্পকলা একাডেমী, গফরগাঁও
* গফরগাঁও থিয়েটার, গফরগাঁও উপজেলা শাখা
* তটিনী খেলাঘর আসর, কলেজ রোড,গফরগাঁও
* মুক্ত পায়রা খেলাঘর আসর, কলেজ রোড,গফরগাঁও
*শহীদ বেলাল পাঠাগার, কলেজ রোড,গফরগাঁও

১.৬ খেলাধুলা ও বিনোদন

গফরগাঁও উপজেলাতে বিনোদনের অন্যতম মধ্যম হচ্ছে খেলাধুলা। উপজেলাতে খেলাধুলার জন্য কোন স্টেডিয়াম না থাকলেও গফরগাঁও উপজেলার সর্বত্র খোলা মাঠে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে স্থানীয় জনগণ অবসর সময়ে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, হাডুডু, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি খেলায় অংশগ্রহণ করে। অর্থাৎ গ্রামীন আদি খেলা হতে শুরু করে বিদেশী খেলাধুলার ও প্রচলন রয়েছে গফরগাঁও উপজেলাতে। স্থানীয় পর্যায়ে এলাকার যুব সমাজ বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন টুর্নামেন্টের আয়োজন করে থাকে। এছাড়া গফরগাঁও উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্টানে বছরের শুর“তে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সাথে চালু আছে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া সংগঠন। আরও রয়েছে চিত্ত বিনোদনের জন্য শিল্পকলা একাডেমী সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন।

গফরগাঁও উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে একটি ফেডারেশন মাঠ। প্রতি বছর এ ফেডারেশন মাঠে নিম্নলিখিত ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ঃ

(ক) গোল্ডকাপ ফুটবল,

(খ) প্রিমিয়ার ফুটবল লীগ,

(গ)ইউনিয়ন ফুটবল লীগ,

(ঘ) প্রতি বৎসর ভলিবল লীগ অনুষ্ঠিত হয়

(ঙ) প্রতি বৎসর যুব এবং সিনিয়র ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়

১.৭ উপজেলার নদ-নদী

গফরগাঁও উপজেলাটি বক্ষাপুত্র নদীর মাধ্যমে দ্বিখন্ডিত হয়েছে। নদীর দুই তীর পানি উন্নয়ণ বোর্ড কর্তৃক বেড়ী বাধ নির্মাণ করা আছে।তাছাড়াও গফরগাঁও উপজেলার সীমানা প্রায় তিন দিক নদী দ্বারা বেষ্টিত।

১। পূর্ব দিকে ব্রক্ষপুত্র।

২। দক্ষিণ দিকে কালীবানার।

৩। পশ্চিমদিকে সুতিয়া। এবং

৪। উপজেলার ভিতরে শিলা নদী রয়েছ।

১.৮ উপজেলার যোগাযোগ

সড়ক পথে

১) ঢাকা থেকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক পথে ভালুকা পর্যন্ড়। ভালুকা হতে সড়ক পথে (প্রায় ২৩কিঃমিঃ) দুরত্বে অবস্থিত গফরগাঁও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়/গফরগাঁও উপজেলা পরিষদ।

২) ময়মনসিংহ হতে ত্রিশাল/ভালুকা হয়ে গফরগাঁও উপজেলায় আসা যায়। ময়মনসিংহ হতে গফরগাঁও উপজেলার দুরত্ব (প্রায় ৪৮কিঃমিঃ)।

রেলপথে

১) ঢাকা থেকে রেল পথে সরাসরি গফরগাঁও উপজেলায় আসা যায়। ঢাকা হতে গফরগাঁও উপজেলার দুরত্ব (প্রায় ৮৬ কি:মি:) ।

২) ময়মনসিংহ হতে রেল পথে সরাসরি গফরগাঁও উপজেলায় আসা যায়। ময়মনসিংহ হতে গফরগাঁও উপজেলার দুরত্ব (প্রায় ৩৯কিঃমিঃ)।

১.৯ উপজেলার ব্যবসা বাণিজ্য

গফরগাঁও উপজেলার বাজর সমুহ:

১। পাকাটি বাজার
২। বুলবুলের বাজার
৩। চরমছলন্দ কাচারী বাজার
৪। শিবগঞ্জ বাজার
৫। দৌলতপুর মানে খাঁর বাজার
৬। কুরার বাজার
৭। খোদাবক্সপুর বাজার
৮। চৌরাস্তা দুলাল ভেন্ডারের বাজার
৯। হাতিখলা বাজার
১০। হালিমাবাদ (গলাকাটা) বাজার
১১। বামুনখালী বটতলা বাজার
১২। বারইহাটি বাজার
১৩। পাঁচপাই বাজার
১৪। আমলীতলা বাজার
২৬। মাইজহাটি আব্দুল্লাহ বাজার
২৭। আঠারদানা শেখ বাজার
২৮। শনির বাজার
২৯। ভরভরা নতুন বাজার
৩০।প্রসাদপুর বাজার
৩১। চরমছলন্দ বিশ্বরোড বাজার
৩২। বখুরা বটতলা বাজার
৩৩। ইমামগঞ্জ বাজার
৩৪। খারুয়া বড়াইল বাজার
৩৫। দীঘা স্কুলের বাজার
৩৬। লক্ষীর বাজার
৩৭। পাঁচুয়া বাজার
৩৮। ছযবাড়ীয়া বাজার
৩৯। শিববাড়ী বাজার

১৫। নলচিড়া পালের বাজার
১৬। গাভীশিমূল বাজার
১৭। বলদী বাজার
১৮। মুখী স্কুল বাজার
১৯। মশাখালী শিলা কাচারী বাজার
২০। উঠিয়ার বাজার
২১। চাইরবাড়ীয়া বাজার
২২। গয়েশপুর বাজার
২৩। সুতার চাপর বাজার
২৪। কুরচাই বকুলতলা বাজার
২৫। দত্তের বাজার
৪০। জয়ধরখালী বাজার
৪১। দত্তের বাজার
৪২। সুতার চাপর মুক্তিযোদ্ধা বাজার
৪৩। পাতলাশী বাজার
৪৪। টাঙ্গাব বাজার
৪৫। টাঙ্গাব ডাক বাংলো বাজার
৪৬। তেঁতুলিয়া বাজার
৪৭। বাঁশিয়া বাজার

১.১০ উপজেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর ঃ

ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন ০৬ নং রাওনা ইউনিয়নের "জব্বার নগর" (পাচুয়া) গ্রামে ভাষা শহীদ আঃ জব্বারের নিজ বাড়ীর নিকটে শহীদ জব্বার বেসরকারী রেজিষ্টার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শহীদ মিনারের পাশ্বের জমিতে ২০০৭ সালে গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মান করা হয়েছে। এটি গফরগাঁওয়ের একটি দর্শনীয় স্থান।

কালুশাহ বা কালশার দীঘি ঃ

ষোড়শ শতকে সেকান্দর শাহের ছেলে ফরিদ শাহের ছোট ভাই কালুশাহ মাইজবাড়ীতে তার বাড়ীর সামনে প্রায় চৌদ্দ একর জমি জুড়ে একটি পুকুর খনন করেন। এটাই কালুশাহর দীঘি নামে পরিচিত। ইহা এখনও পূর্বাবস্থায় বহাল রয়েছে। কালুশাহ উস্থি ইউনিয়নের বড়বাড়ীতে ২টি দূর্গ স্থাপন করেছিলেন এবং দিল্লির সুলতানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষনা করেছিলেন বলে শোনা যায়। এতে দিলি-র সুলতানের সৈন্যদের সাথে এক ভীষন যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কালুশাহ পরাস্ত হন ও তার মাথা কেটে সুলতানের সৈন্যগণ দিল্লি নিয়ে যায়। মাথাহীন দেহ পুকুরের পূর্ব পাড়ে সমাহিত করা হয়।

দুই সতীনের দীঘি ঃ

এ উপজেলার লংগাইর ইউনিয়নের ফুকসাইর (মাইজবাড়ী) গ্রামে দুই সতীনের দীঘিটি অবস্থিত। কথিত আছে যে, কালুশাহের ভাগ্নে জমজম খাঁ এর দুই স্ত্রী ছিল। তিনি দুই স্ত্রীর মনোরঞ্জন তথা মন রক্ষার্থে পাশাপাশি দুইটি দীঘি খনন করেছিলেন। এই দুটি দীঘি দুই সতিনের দীঘি নামে পরিচিত।

কলের দীঘি ঃ

১৮৮৬ সালে ইস্ট বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের গফরগাঁওয়ের স্টেশনের সংলগ্ন রেলওয়ে বিভাগ রেল ইঞ্জিনে পানি ব্যবহার করার জন্য একটি পুকুর খনন করে। বর্তমানে এই পুকুরটির দক্ষিন পাশের কিছু অংশ মসজিদের দখলে ভরাট করা হয়েছে ।

নিশাই সরকারের পুকুর ঃ

ভালুকা থানাস্থিত নিশাইগঞ্জের নিশাই সরকার সাব-রেজিস্ট্রি অফিস সংলগ্ন এক একর জায়গা জুড়ে পুকুরটি খনন করেন।

পাঁচবাগ জামে মসজিদ ঃ

মৌলভী ক্বারী রেয়াজ উদ্দিন সাহেব ১৯২১ সালে পাঁচবাগ আলিয়া মাদ্রাসা স্থাপন করেন। মাদ্রাসা সংলগ্ন তিন ওষ্ঠব বিশিষ্ট একটি পাকা মসজিদ নির্মাণ করেন। সূর্য লাল বিশিষ্ট পুর্ব দেয়ালে ৩টি দরজা ও পশ্চিম দেয়ালে একটি দরজা আছে। গম্বুজের উপরিভাগে কলসি সদৃশ্য ফিনিয়েল নির্মিত হয়েছে ও পদ্মপাপড়ি দ্বারা সাজানো হয়েছে।

শাহ মিসকিন শাহের দরগাহ ঃ

হযরত শাহ জালাল যখন শ্রীহটে আসেন তখন তার সঙ্গে শাহ মিসকিন শাহ নামে একজন সহচর ছিলেন। তিনি গফরগাঁও থানার মূখী ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা সমুহে ধর্ম প্রচার করার জন্য শাহজালাল (র:) কর্তৃক আদিষ্ট হন এবং এখানেই তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। এখানে তার মাজার শরীফ আছে। শাহ মিসকিনের মাজারে প্রতিবছর ওরস শরীফ অনুষ্ঠিত হয় ও মেলা বসে।

পাঁচুয়া গরিবুল্লাহ শাহের মাজার ঃ

তিনি টাংগাইলের কোন এক পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। অল্প বয়সে তিনি মারেফাতে দীক্ষা নেন। প্রথমে তিনি মদনপুর শাহ কমরউদ্দিন রুমী শাহ এর মাজারে অবস্থান করেন। পরবর্তীতে তিনি মুখী শাহ মিছকিন এর

মাজারে সাধনা করেন। পরবর্তী সময়ে পাঁচুয়া গ্রামে ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর মাজারের ভুমিটুকু মুক্তাগাছার জমিদার নিস্কর করে দিয়েছিলেন।

মাইজবাড়ী কালু শাহ এর মাজার ঃ

কথিত আছে যে ফরিদ শাহ, কালু শাহ ও মানিক শাহ তিন ভাই ছিলেন। ফরিদ শাহ এর আস্থানা ছিল দত্তের বাজার ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রাম ও সেখানে একটি পুকুর খনন করেন। কালু শাহ ধর্ম প্রচারক ছিলেন। তিনি প্রায় ২০ একর জমি ব্যাপী একটি পুকুর খনন করান । কালে দিলি- র সুলতানের অধীনতা অস্বীকার করেন, ফলে দিলি- র সুলতানের সাথে তাঁর সংঘর্ষ বাজে এতে তিনি নিহত হন। তাঁর মাথা বিহীন দেহটি পুকুরের পূর্বপাড়ে সমাহিত করা হয়। ইহা বর্তমানে একটি মাজারে পরিণত হয়েছে। বছরে একবার ওরশ শরীফ অনুষ্ঠিত হয়।

১.১১ উপজেলার কৃতি ব্যক্তিত্ব

- কিরণ চন্দ্র দে (১৮৮০-১৯৭০) - প্রখ্যাত সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তা;
- আব্দুল জব্বার (১৯১৯-২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২) - ভাষাশহীদ;
- অধ্যাপক ডা: এম এ হাদি - প্রখ্যাত চিকিৎসক ও প্রাক্তন উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়;
- আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ - সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান, গফরগাঁও;
- ফাহমী গোলন্দাজ বাবেল, বর্তমান সংসদ সদস্য ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান;
- খান সাহেব এলাহী বকস,সাবেক ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট -লংগাইর,গফরগাঁও
- মোঃ আবুল হাসেম,সাবেক সংসদ সদস্য;
- মোঃ ফজলুর রহমান সুলতান, সাবেক সংসদ সদস্য;
- মোঃ এনামুল হক জজ মিয়া, সাবেক সংসদ সদস্য;
- ক্যাপ্টেন গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, সাবেক সংসদ সদস্য;
- ডাঃ হাকীম শেখ মোঃ ইব্রাহিম খলিল, চেয়ারম্যান,শেখ মোঃ ইব্রাহিম খলিল মাজমপাড়া ইউনানী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল;
- ড. মোঃ ইথার ইসলাম জীবন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক

দ্বিতীয় অধ্যায়
আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.১ উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য

জেলা		ময়মনসিংহ
উপজেলা		গফরগাঁও
সীমানা		উত্তরে ত্রিশাল, পূর্বে নান্দাইল, কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর ও পাকুন্দিয়া উপজেলা, দক্ষিণে গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া ও শ্রীপুর উপজেলা ও পশ্চিমে ত্রিশাল ও ভালুকা উপজেলা। সীমানার প্রায় তিন দিক নদী দ্বারা বেষ্টিত এর পূর্বে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে কালীবানার ও পশ্চিমে সুতিয়া। শুধু উত্তর দিকে স্থল।
জেলা সদর হতে দূরত্ব		৩৯ কি:মি:ট্রেন যোগে, ৪৮ কি:মি: সড়ক পথে।
আয়তন		৪০১.১৬ বর্গ কিলোমিটার
জনসংখ্যা		৪,৩০,৭৪৬ জন (প্রায়)
	পুরুষ	২,১১,১৯৫ জন (প্রায়)
	মহিলা	২,০২,২৯৩ জন (প্রায়)
লোক সংখ্যার ঘনত্ব		১,৮৪৮ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)
মোট ভোটার সংখ্যা		২,৭১,৪৭৩ জন
	পুরুষভোটার সংখ্যা	১,৩৩,৭৮২ জন
	মহিলা ভোটার সংখ্যা	১,৩৭,৬৯১ জন
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার		১.৩০%
মোট পরিবার(খানা)		৮২,৯৭০ টি
নির্বাচনী এলাকা		১৫৫,ময়মনসিংহ-১০
গ্রাম		২১৯ টি
মৌজা		২০২ টি
ইউনিয়ন		১৫ টি
পৌরসভা		০১ টি
এতিমখানা সরকারী		০১ টি
এতিমখানা বে-সরকারী		১৭ টি
মসজিদ		৫২০ টি
মন্দির		০৮ টি
নদ-নদী		২ টি (গোমতী ও বুড়ি)
হাট-বাজার		৩৪ টি
ব্যাংক শাখা		১০ টি
পোস্ট / সাব পোঃ অফিস		৩৬ টি
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ		০১ টি
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প		৭৮১ টি
বৃহৎ শিল্প		০৩ টি

উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস ও নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের জনবলঃ

ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	পুরণকৃত পদ	শুন্য পদ
উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস				
১	চেয়ারম্যান	১	১	০
২	ভাইস-চেয়ারম্যান (পুরুষ)	১	১	০
৩	ভাইস-চেয়ারম্যান (মহিলা)	১	১	০
৪	সাট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
৫	জিপ গাড়ী চালক	১	১	০
৬	অফিস সহায়ক	২	১	১
৭	মালি	১	১	০
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়				
১	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	১	১	০
২	অফিস সুপার	১	০	১
৩	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	১	০
৪	সিএ কাম ইউডিএ	১	০	১
৫	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩	৩	০
৬	জিপ চালক	১	১	০
৭	ফটোকপি অপারেটর	১	১	০
৮	অফিস সহায়ক	৩	৩	০
৯	নিরাপত্তা প্রহরী	২	২	০
১০	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২	২	০

২.২ বিভিন্ন বিভাগের আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.২.১ ইউনিয়ন সমুহের তথ্য

ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড	আয়তন (একর)	লোকসংখ্যা (জন)		শিক্ষার হার (%)
		পুরুষ	মহিলা	
উস্থি-৯৪	৪৮০৭	১১৫০৩	১১২৫০	৪৩.৬২
গফরগাঁও-২৫	৫৫৮৫	১৪১৬৩	১৩৯১৭	৪৮.২৪
চর আলগি-১২	৭৯৫৬	১৪৪৩৩	১৩৪৩১	৩৪.৭৬
টেংগাব-৮৮	৮৩৫৪	১৫৪৯৩	৪৬৫৪	৫৫.২৫
দত্তের বাজার-১৮	৭৬৩৭	১৪৯৬৯	১৪৪৭৮	৫২.৫৭
নিগাইর-৫০	৮৪০৭	১৬৯৬৩	১৬৩০০	৫১.৪৯
পৈঠাল-৫৬	৬৪১২	১২২১১	১১৭৬৮	৪৫.৬৭
পাঁচবাগ-৬৩	৬৪৫২	১৩৮৩৯	১৩৩৩৯	৪২.৪৪
বড়বাড়িয়া-১১	২৯৯৩	৮৮৯৯	৮৮৩৬	৩৮.৩৭
মশাখালী-৪৪	৭৭১৯	১৪৭০৯	১৪২৮৮	৪৬.০২
যশোরা-৩১	৫৪৪০	১২০৩৬	১১৬২২	৪২.৭৭
রসুলপুর-৬৯	৫৪৪০	১২০৩৬	১১৬২২	৩৯.২১
রাওনা-৭৫	৭০৩২	১২৭৭৯	১২৩৭১	৪২.১৮
লংগাইর-৩৭	৬৭১২	১২৫৮০	১২০৯০	৪৯.৫২
সালটিয়া- ৮২	৫৯৬৫	১৩৪২০	১২৪৮২	৪৫.৬৭
মোট=	**৯৬৯১১.০০**	**২,০০,০৩৩.০**	**১,৮২,৪৪৮.০**	
	%	**৫২.৩০**	**৪৭.৭০**	

চিত্রঃ উপজেলায় নারী ও পুরুষের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

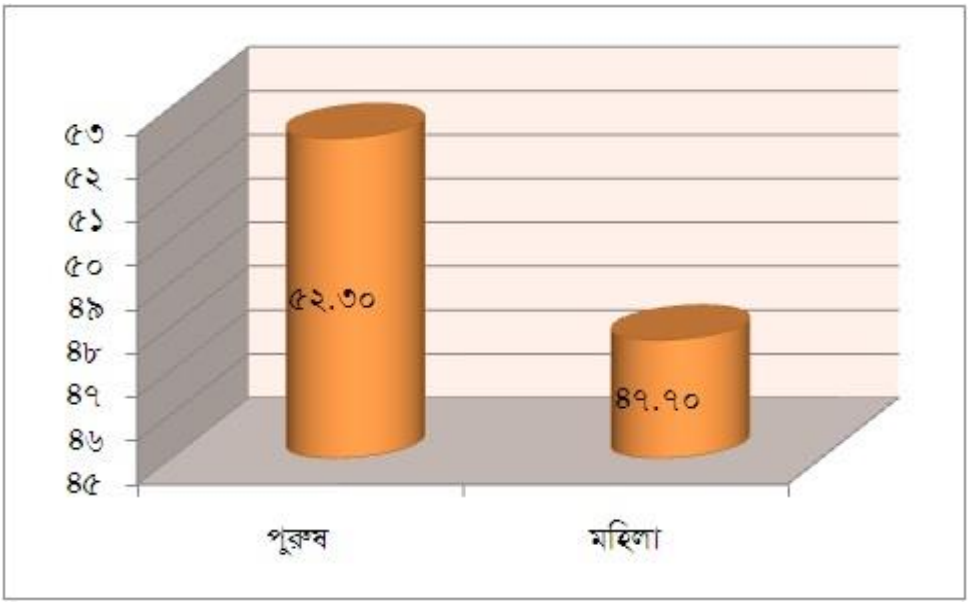

২.২.২ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ঃ

০১	প্রকল্পভূক্ত ইউনিয়নের সংখ্যা	১৫ টি
০২	প্রকল্পভূক্ত গ্রামের সংখ্যা	১৩৫ টি

০৩) জনবল কাঠামোঃ

নং	পদের নাম	মুঞ্জরী কৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শুন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	০১ টি	০১	-	
২	উচ্চমান সহকারী-যুক্ত-হিসা রক্ষক	০১ টি	০১	-	
৩	ফিল্ড সুপার ভাইজার	০১ টি	-	০১	পিআরএল ছুটিতে
৪	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেট	০১ টি	-	০১	বদলী জনিত কারণে
৫	ইউনিয়ন সমাজকর্মী	০৯ টি	০৮	০১	ঐ
৬	কারিগরী প্রশিক্ষক	০৩ টি	০১	০২	পদোন্নতি কারণে
৭	অফিস সহায়ক	০১ টি	০১	-	
৮	নিরাপত্তা কর্মী	০১ টি	০১	-	
মোট		**১৮ টি**	**১৩ টি**	**০৫ টি**	

০৪) ক) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীঃ

নং	বিবরণ	ভাতাভোগীর সংখ্যা		মোট
		নিয়মিত	অতিরিক্ত	
১	বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা	১০,৫৮১ জন	১০৫৫ জন	১১,৬৩৬ জন
২	বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতাভোগীর সংখ্যা	৩১৯৮ জন	৩০৫ জন	৩৫০৩ জন
৩	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা	২৪২৫ জন	২১৯ জন	২৬৪৪ জন
৪	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাভোগীর সংখ্যা	৭৪৪ জন	-	৭৪৪ জন
৫	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির সংখ্যা	১১৩ জন	-	১১৩ জন
৬	হিজড়া ভাতা	০৬ জন	০৬ জন	০৬ জন
৭	দলিত/হরিজন/বেদে সম্প্রদায়	১৫ জন	১৫ জন	১৫ জন

খ) নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাঃ

ঘ) ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ড প্রাপ্ত এতিম খানার সংখ্যা	১২ টি	১০,৬৮,০০০/-	
ঙ) নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সংখ্যা	৩২ টি		
চ) অনুদান প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দেয় অনুদান	১০ টি	১,২০,০০০/-	

গ) মোট জরিপকৃত প্রতিবন্ধী সংখ্যা ঃ

পুরুষ	৩০৭০ জন	
মহিলা	২৫৫৫ জন	
হিজড়া	১৩ জন	
মোট	৫৬৩৮ জন	

২.২.৩ বিআরডিবি

০১) বিআরডিবির আওতাভূক্ত ঃ-

(ক) ইউনিয়নের সংখ্যা- ১৫ টি (খ) গ্রামের সংখ্যা- ২০২ টি
(গ) পরিবার সংখ্যা- ২৯,৫৩৭ টি (ঘ) মোট জনসংখ্যা- ১,৭৬,৭১০ জন।

০২)মূল কর্মসূচির তথ্যাবলী ঃ-

(ক) কৃষক সমবায় সমিতির সংখ্যা- ৪১৬ টি (খ) সদস্য সংখ্যা- ২৭,৮৭৪ জন
(গ) শেয়ার আমানত- ২৮,৯২,০০০/- টাকা (ঘ) সঞ্চয় আমানত- ২৬,৭১,০০০/- টাকা ।

০৩)মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ (মউ) এর তথ্যাবলী ঃ-

ক) মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা- ৪৮ টি (খ) সদস্য সংখ্যা-১,৫৩৬ জন
(গ) শেয়ার আমানত- ৫,০৭,০০০/- টাকা (ঘ) সঞ্চয় আমানত- ১২,৯৪,০০০/- টাকা ।

০৪)সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) এর তথ্যাবলী ঃ-

(ক) দলের সংখ্যা- ৬০ টি (খ) সদস্য সংখ্যা- ১,৮৮৫ জন
(গ) সঞ্চয় আমানত- ৬,৭৬,০০০/- টাকা ।

২.২.৪ উপজেলা কৃষি অফিস

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিমাণ
১.	মোট এলাকা	৪০১১৬ হেক্টর
২.	উপজেলার সংখ্যা	১
৩.	পৌরসভার সংখ্যা	১
৪.	ইউনিয়নের ষংখ্যা	১৫

৫.	মৌজার সংখ্যা		২২৮
৬.	গ্রামের সংখ্যা		২২৮
৭.	কৃষি ব্লকের সংখ্যা		৪৬
৮.	জন সংখ্যা		৪৭০৩৮৯
৯.	ঈুরুষ		২৩৫২১০
১০.	এহিলা		২৩৫১৭৯
১১.	মোট কৃষি পরিবারের সংখ্যা		৮৯৭০০
১২.	কৃষক শ্রেণী (সংখ্যায়)		
	ক) ভূমিহীন		২৭.৩১%
	খ) প্রান্তিক		৪১.৯৮%
	গ) ক্ষুদ্র		১৭.৪৯%
	ঘ) মাঝারী		১০.৯৩%
	ঙ) বড়		২.২৯%
১৩.	মোট জমি (হেঃ)		৪০১১৬
১৪.	স্থায়ী পতিত (হেঃ)		৫৫০
১৫.	অস্থায়ী পতিত (হেঃ		৪৬৫
১৬.	বনভূমি (হেঃ)		২২৮
১৭.	নীট ফসলী জমি (হেঃ)		৩০৯৪০
১৮.	এক ফসলী জমি (হেঃ)		৩১১০
১৯.	দো-ফসলী জমি (হেঃ)		২২১৯০
২০.	তিন ফসলী জমি (হেঃ)		৫৬৪০
২১.	চার ফসলী জমি (হেঃ)		৮৫০
২২.	মোট ফসলী জমি (হেঃ)		৬৪৪১০
২৩.	ফসলের নিবিড়তা (%)		২০৮%
২৪.	উচু জমি	৩৭.২%	১৮৮৩৪ হেঃ
২৫.	মধ্যম উচু জমি	৪১.২%	৫৭৭৬ হেঃ
২৬.	মধ্যম নীচু জমি	১৫.৭%	৫৩৮০ হেঃ
২৭.	নীচু জমি	৪.৯%	৯৫০ হেঃ
২৮.	অতি নীচু	১ %	৪০১ হেঃ
২৯.	নীট চর এলাকা		১৪৮ হেঃ
৩০	বাৎসরিক বৃষ্টিপাত (মিঃমিঃ)		২১০-২৫০
৩১	উপজেলার সর্ব্বোচ তাপমাত্রা (সেলসিয়াস)		৩৫°
৩২	উপজেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (সেলসিয়াস)		১২°
৩৩	বিসিআইসি সার ডিলার সংখ্যা		১৬
৩৪	খুচরা সার বিক্রেতার সংখ্যা		১১৭
৩৫	বিএডিসি বীজ ডিলার সংখ্যা		৩২
৩৬	পাইকারী বালাইনাশক ব্যবসায়ীর সংখ্যা		৮
৩৭	খুচরা বালাইনাশক ব্যবসায়ীর সংখ্যা		১১০
	নার্সারী সংখ্যাঃ		

৩৮	ক) সরকারী	১
	খ) বেসরকারী	২৯
৩৯	কোল্ডষ্টোরের সংখ্যা	
	ক) সরকারী	-
	খ) বেসরকারী	১
৪০	মোট খাদ্যশস্য চাহিদা (মেঃ টন)	৯৬৭৮১
৪১	মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন (মেঃ টন)	১৬৬৫৩৪
৪২	খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত (+) ঘাটতি (-) (বীজ ও অপচয় বাদে)	৬৯৭৫৩(+)
৪৩	সেচ যন্ত্র ব্যবহারের সংখ্যা	
	ক) গভীর নলকুপ	৩৮০
	খ) অগভীর নলকুপ	১৯১১
	গ) পাওয়ার পাম্প	৫৯৭
	ঘ) রোয়ার পাম্প	০
	ঙ) ট্রেডল পাম্প	০
৪৪	সেচকৃত জমির পরিমাণ (হেঃ)	২৬৯৫০
৪৫	সেচকৃত জমির হার (%)	৪৩%
৪৬	সয়েল মিনিল্যাবের সংখ্যা	৬
৪৭	গুটি ইউরিয়া তৈরী মেশিনের সংখ্যা	১৬
৪৭	গুটি ইউরিয়া এপ্লিকেটরের সংখ্যা	৪৮
৪৮	NPK তৈরীর কারখানার সংখ্যা	২
৪৯	ইউনিয়ন কমপ্লেক্স এ SAAOঅফিসের সংখ্যা	৫
৫০	কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রের সংখ্যা	৫
৫১	জেলার বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা	৫
৫২	আইপিএম ক্লাবের সংখ্যা	৫

২.২.৫ উপজেলা শিক্ষা অফিস

০১। আওয়াতাভুক্ত এলাকাঃ পৌরসভা-০১ টি
ইউনিয়ন-১৫ টি
০২। মোট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা-২৩৯
০৩। ক্লাষ্টার সংখ্যা-১০ টি

অফিস জনবল

পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শুন্য পদ
উপজেলা শিক্ষা অফিসার	০১	০১	০০
সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার	১০	০৭	০৩
উচ্চমান সহকারী	০১	০১	০০

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০৩	০৩	০০
হিসাব সহকারী	০১	০০	০১
অফিস সহায়ক	০১	০১	০০

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

০১। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-২৩৮ টি
০২। শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-১ টি
০৩। কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয় -৯৬ টি

পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শুন্য পদ
প্রধান শিক্ষক	২৩৮	২১৩	২৪
সহকারী শিক্ষক	১২২৮	১১৫৮	১৭০
দপ্তরী কাম প্রহরী	১৬০	১৫৯	১

শিশু জরিপ ২০১৯

বয়স	বালক	বালিকা	মোট
৫ +	৫৭৬০	৬৩৬৩	১২১২৩
৬+	৮০৯৪	৮৯৫৫	১৭০৪৯
৭+	৭৯০৪	৮৭১৮	১৬৬২২
৮+	৭৭০০	৮২৯৮	১৫৯৯৮
৯+	৭৫৯৬	৮১২৯	১৫৭২৫
১০+	৭০০২	৭৩১০	১৪৩১২
মোট	৪৪০৫৬	৪৭৭৭৩	৯১৮২৯

ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা

শ্রেণি	বালক	বালিকা	মোট
প্রাক প্রাথমিক	৪০৯৫	৪৫১২	৮৬০৭
১ম শ্রেণি	৮০৩৯	৮৮৩৯	১৬৮৭৮
২য় শ্রেণি	৭৮৩৩	৮৬২২	১৬৪৫৫
৩য় শ্রেণি	৭৬১৫	৮২২৩	১৫৮৩৮
৪র্থ শ্রেণি	৭৫৭০	৭৯৯৮	১৫৫৬৮
৫ম শ্রেণি	৬৮৯১	৭২৭৮	১৪১৬৯
মোট	৪২০৪৩	৪৫৪৭২	৮৭৫১৫

ভর্তির হার ৯৯%।

২.২.৬ উপজেলা মৎস্য অফিস

এক নজরে মৎস্য বিষয়ক তথ্যাদিঃ

ক্র.নং	ডবষয়	বিবরণ/সংখ্যা
১	আয়তন	৪০১.১৬ ব.কিমি
২	লোক সংখ্যা	৪১৩৪৮৮ জন
৩	মৎস্য চাষীর সংখ্যা	১৬২০০ জন
৪	মৎস্যজীবির সংখ্যা	৫২৩০ জন
	মৎস্য খাদ্য কারখানা	
৫	বরফকল	৪ টি
৬	মৎস্য আড়ৎ সংখ্যা	৪ টি
৭	সরকারী হ্যাচারীর সংখ্যা	০
.৮	বেসরকারী হ্যাচারীর সংখ্যা (নিবন্ধিত)	২ টি
৯	জেলের সংখ্যা	৩৫৫০ জন
১০	নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা	২৭১৮ জন
১১	আইডি কার্ড বিতরণ	২১২৪
১২	মৎস্য খাদ্য বিক্রেতা (পাইকারী)	০
১৩	মৎস্য খাদ্য বিক্রেতা (খুচরা)	২ টি
১৪	পোনা ব্যবসায়ী	২৬ জন
১৫	পোনার চাহিদা	২০৭ লক্ষ
১৬	পোনার উৎপাদন	১.৯ লক্ষ
১৭	রেনু উৎপাদন	১১০০ কেজি
১৮	মোট মাছের চাহিদা	১২৩০১ মেট্রিক টন
১৯	মোট মাছ উৎপাদন	২৪৬৩৭ মেট্রিক টন
২০	উদ্বৃত্ত মাছের পরিমান	১২৩৩৬ মেট্রিক টন

মৎস্য খামার ও উন্মুক্ত জলাশয় সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

ক্র.নং	জলাশয়ের ধরণ	সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (হেক্টর)
১	বানিজ্যিক পুকুর	১৪১৩৫	২৩৬০.৪	২০৮২৫
২	অবানিজ্যিক পুকুর	২৪১	৪১	৬১
৩	মোট পুকুর	১৪৩৭৬	২৪০১.৪	২০৮৮৬
৪	নদী	৩	১৭২০	৩৬০
৫	বিল/জলমহাল	৯৫	১৫৯০	১১৭০
৬	প্লাবন ভুমি		৬৭০১	২১৩০
৭	বর্ষা প্লাবিত ধানক্ষেত		১৭৯	৯১
	মোট			২৪৬৩৭

২.২.৭ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১ টি
কমিউনিটি ক্লিনিক	৪৬ টি
ইউনিয়ন সাব সেন্টার (স্থাপনা বিহীন)	১০ টি
ইউনিয়ন সাব সেন্টার (আরডি)	৪ টি

জনবল কাঠামোঃ

উপজেলা	মেডিকেল অফিসার			জুনিয়র কনসালট্যান্ট			সিনিয়র স্টাফ নার্স			৩য় শ্রেনী			৪র্থ শ্রেনী		
	পদ সংখ্যা	কর্মরত	খালী	পদ সংখ্যা	কর্মরত	খালী	পদ সংখ্যা	কর্মরত	খালী	পদ সংখ্যা	কর্মরত	খালী	পদ সংখ্যা	কর্মরত	খালী
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	৭	৫	২	১০	৩	৭	২০	১৮	২	১৫২	১৩৩	১৯	২০	১৭	৩
উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র	৪	৩	১	০	০	০	০	০	০	৮	৬	২	৪	৪	০
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১০	৮	২	০	০	০	০	০	০	১০	৬	২	০	০	০

২.২.৮ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাধীন রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে পরিচালিত চলমান কর্মসূচীগুলো ৬টি গুচ্ছে বিভক্তঃ

* মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান
* দারিদ্র বিমোচন কর্মসংস্থান সৃষ্টি
* আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামজিক সুরক্ষা
* প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাবাদী ও সেবা প্রদান
* সচেতনতা বৃদ্ধি এবং
* জেন্ডার সমতামূলক কার্যক্রম

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় এর জনবলঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
০১	খালেদা আক্তার	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
০২	হাফিজুল হক	অফিস সহকারী
০৩	মোঃ মাহবুবুল আলম	অফিস সহায়ক

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যালয় ও কর্মসূচী সমূহ ঃ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ০৭ টি শাখার মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

এছাড়া নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সেবা সমূহ বিস্তৃত।

কর্মসূচীর ধরন অনুযায়ী প্রকল্পগুলো ৪টি গুচ্ছে বিভক্তঃ

* খাদ্য সহায়তা ও দারিদ্র বিমোচন
* নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ
*সেবাদান মূলক
*মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান

২.২.৯ ভূমি অফিস

মৌজা	১৪২ টি
ইউনিয়ন ভূমি অফিস	১৫ টি
পৌর ভূমি অফিস	০১ টি
মোট খাস জমি	১৬৯০.৬১ একর
কৃষি	১৬৭.৩৯ একর
অকৃষি	১৫২৩.২২ একর
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি	১৪.৭১ একর (কৃষি)
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী)	সাধারণ=৩৮,৬০,২৮০/- সংস্থা = ১,৮৮,০৪,৭৪৭/-
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়)	সাধারণ=২৭,৩১২/- জুলাই মাসে আদায় সংস্থা = জুলাই মাসে আদায় নেই
হাট-বাজারের সংখ্যা	৩৪ টি

২.২.১০ যোগাযোগ

পাকা রাস্তা	২৪৪.০০ কিঃমিঃ
অর্ধ পাকা রাস্তা	১৮.০০ কিঃমিঃ
কাঁচা রাস্তা	১২০২.০০ কিঃমিঃ
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা	১৩২৬ টি
নদীর সংখ্যা	০২ টি

২.২.১১ পরিবার পরিকল্পনা অফিস

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ()	১১ টি
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক	০৪ টি
এম.সি.এইচ. ইউনিট	০৪ টি
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা	৮৭,০৮০ জন
বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	৬৮,১১৪ জন

২.২.১২ উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিস

উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র	০১ টি
পশু ডাক্তারের সংখ্যা	০২ জন
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র	০১ টি
পয়েন্টের সংখ্যা	০৩ টি
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা	১১ টি
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধে ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার	অসংখ্য
গবাদিও পশুর খামার	২২ টি
ব্রয়লার মুরগীর খামার	৯৬ টি

২.২.১৩ উপজেলা সমবায় অফিস

কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ	০১ টি
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ	০২ টি
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ	১৫ টি
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ	১০৯ টি
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৩৭ টি
যুব সমবায় সমিতি লিঃ	১১ টি
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি	০৫ টি
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ	১২০ টি
পুরুষ বিত্তহীন সমবায়সমিতি লিঃ	০৬ টি
মহিলা বিত্তহীন সমবায়সমিতি লিঃ	০৭ টি
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ	০২ টি
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ	০৫ টি
চালক সমবায় সমিতি	৩ টি

২.২.১৪ উপজেলামাধ্যমিক শিক্ষা অফিস

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস'র জনবল কাঠামো:

ক্রঃনং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শুন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	১	১	--	
২	সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	১	১	--	

৩	উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার	১	১	--	
৪	হিসাব রক্ষক	১	১	--	
৫	অফিস সহকারী/ডাটাএন্ট্রি অপারেটর	১	১	--	
৬	অফিস সহায়ক	১	১	--	
৭	গার্ড	১	১	--	
	মোট =	৭	৭	--	

UITRCE, ব্যানবেইস'র জনবল কাঠামো:

ক্রঃনং	পদেও নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শুন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	সহকারী প্রোগ্রামার	১	---	১	
২	কম্পিউটার অপারেটর	১	--	১	
৩	ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট	১	১	----	
৪	নিরাপত্তা প্রহরী	১	১	----	
৫	পরিছন্নতা কর্মী	১	--	১	
	মোট=	৫	২	৩	

স্তর ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা :

ক্রঃনং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	সংখ্যা	মন্তব্য
১	ডিগ্রি/অনার্স	৪	
২	উচ্চ মাধ্যমিক	৭	
৩	উচ্চ মাধ্যমিক (কারিগরি)	৩	
৪	মাধ্যমিক	৬৪	
৫	নিম্নমাধ্যমিক	১১	
৬	ফাজিল	৯	
৭	আলিম	৩	
৮	দাখিল	৫১	
	সর্বমোট =	১৫২	

তৃতীয় অধ্যায়
পরিস্থিতি বিশ্লেষন

৩.১ পরিস্থিতি বিশ্লেষন

গফরগাঁও উপজেলায় ১টি পৌরসভা ও ১৫ টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। উপজেলায় হস্তান্তরিত ১৭ টি বিভাগসহ অন্যান্য দপ্তর, সরকারী-বেসরকারী সংস্থা, এনজিও এবং অসংখ্য ব্যাক্তি মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। উপজেলা পরিষদ তার পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বই করার প্রয়োজনে একটি উন্মুক্ত আলোচনা সভা আয়োজন করে। সভায় পরিকল্পনা করার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের বিষয়টি সকলকে অবহিত করে এবং সকলের সহযোগিতা চায়। জেলা সমন্বয়েকের সহযোগিতায় পরবর্তীতে স্বীয় স্বীয় বিভাগ/দপ্তর তার পরিস্থিতি বিশ্লেষন করে।পরিস্থিতি বিশ্লেষন পর্যালোচনা করলে নিম্ন লিখিত চিত্র ফুটে উঠে-

যোগাযোগঃ গফরগাঁও উপজেলা জেলা সদরের সহিত রেল ও সড়ক উভয় পথেই সংযুক্ত। সড়ক পথটি দীর্ঘদিন অবহেলিত অবস্থায় থাকার পর কিছুদিন হল নতুনভাবে তৈরীর উদ্দ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং কাজ শুরু হয়েছে। তবে জেলা সদরের সহিত উপজেলার রেল যোগাযোগই সহজ ও জনপ্রিয়। উপজেলার আভ্যন্তরিন যোগযোগ ব্যবস্থায়ও ততটা উন্নত নয়। মোট রাস্তার পরিমাণ ১৫৫৫ কিমি যার মধ্যে মাত্র কিমি পাকাএবং কিমি কাঁচা ও কিমি এইচবিবি রাস্তা। ফলে এইচবিবি ও কাচা রাস্তা হতে পাকা রাস্তা করার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এরজিইডি বড় বড় পাকা রাস্তা করলেও ছোট ছোট রাস্তা অবহেলিত থেকে যায়। উপজেলাকেই তার উন্নয়ন তহবিলের সাহায্যে এসব ছোট ছোট রাস্তা তৈরী এবং মেরামত/উন্নয়ন কাজ করতে হয়। এছাড়াও জলাবদ্ধতানিরসন ও কৃষি জমিতে সেচের আওতায় আনতে রাস্তায় মাঝে মাঝে বক্স কালভার্ট, পাইপ ড্রেন প্রচুর পরিমাণে করতে হয়। বিশেষভাবে গ্রামীণ জনগণের সুপেয় পানির ব্যবস্থা করতে টিউবেউল এবং পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে প্রচুর পরিমাণে স্বাস্থ্য-সম্মত ল্যট্রিন সরবরাহ করতে হয়।

অন্যান্য উপজেলার ন্যায় গফরগাঁও উপজেলাও শিক্ষার হার বাড়ছে। এ উপজেলায় ২৩৯ টি প্রাইমারী এবং ১৫৪ টি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে বিশেষকরে প্রাইমারী লেভেলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫৫ হাজার। এসব প্রতিষ্ঠান অভিমুখী সংযোগ সড়কের অবস্থা বেশ নাজুক। ফলে স্কুলগামী সড়কের বেশ চাহিদা রয়েছে। আর ছাত্র-ছাত্রী বেড়ে যাওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহে ক্লাস রুমের সংকট দেখা দিচ্ছে। ফলে নতুন নতুন স্কুল ভবন বা ক্লাস রুমের চাহিদা দেখা দিচ্ছে। আর এসব কাচা/ভাঙ্গা রাস্তা ও ক্লাস সংকটের কারণে স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি কমে যাচ্ছে। সরকার শিক্ষা ফ্যসিলিটি ডিপার্টম্যান্ট ও এলজিইডির মাধ্যমে এসব সমস্যা সমাধাওনর চেষ্টা করলেও পেরে উঠছে না। আর এ কারণেই উপজেলা পরিষদকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অভিমুখী রাস্তা, বর্ধিত ক্লসরুম বানানো, ক্লাসরুমে বেঞ্চ সরবরাহ, টয়লেট নির্মাণ, টিউবয়েল স্থাপনসহ বেশ কিছু কাজ করতে হয়। এছাড়াও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়, যেমন- বাল্য বিয়ে, যৌতুক, ইভ-টিজিং, পারিবারিক নির্যাতন, মহিলাদের আত্ন-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগীতা নিয়ে কাজ করতে হয়। গফরগাঁও উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের পরিস্থিতি বিশ্লেষন নিম্নে দেয়া হল-

দপ্তর ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষনঃ

খাত	সমস্যার বর্ণনা				বর্তমান/ভবিস্যৎ কর্মকান্ড	পাচ বছর পর অসমাপ্ত সমস্যা	প্রস্তাবিত কাজ
	সমস্যা	স্থান	পরিমাণ	কারণ			
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো (এলজিইডি)	উপযোগী রাস্তা-ঘাটের অভাবে চলাচলে জন-দুর্ভোগ	সমগ্র উপজেলা	৩৫০ টি সড়কের ১০৬৪ কিমি	- পর্যাপ্ত পাকা রাস্তার অভাব - পর্যাপ্ত বরাদ্ব নেই - রক্ষণাবেক্ষণের অভাব - সঠিকভাবে রাস্তা ব্যবহারে জনগণের অজ্ঞতা/ অসচেতনতা	- ৮৫টি সড়কে ১১৫ কিমি নতুন রাস্তা - ৪০ টি সড়কে ১৮ কিমি রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	২২৫ টি সড়ক অসমাপ্ত	উপজেলা পরিষদ ৭৫ টি সড়ক নির্মাণ করতে পারে
জনস্বাস্থ্য (জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর)	নিরাপদ খাবার পানির অভাবে জন-দুর্ভোগ		- ১৫০০০ টিউবেল - ৬ টি ডিপকল - ১০কিমি সরবরাহ লাইন	- চাহিদার তুলনায় টিউবেল কম - পর্যপ্ত বরাদ্ব নেই - টিউবেল স্থাপন খরচ বেশী - টিউবেল ব্যবহার/সংস্কারে সচেতনতার অভাব	- ২৫০০ টিউবেল স্থাপন - ৩ টি ডিপকল স্থাপন - ৪ কিমি সরবরাহ লাইন স্থাপন	- ১২৫০০ টিউবেল স্থাপন - ৩ টি ডিপকল স্থাপন - ৬ কিমি সরবরাহ লাইন স্থাপন	উপজেলা পরিষদ ৫০০ টিউবেল স্থাপন করতে পারে
	স্বাস্থ্য-সম্মত ল্যাট্রিনের অভাবে রোগ-বালাই ছড়িয়ে পড়া		- ২৫০০০ ল্যাট্রিন	- চাহিদার তুলনায় ল্যাট্রিন সংখ্যা কম - অপ্রকুল বরাদ্ব - ল্যাট্রিন সামগ্রীর উচ্চমূল্য - জনগণের ক্রয় ক্ষমতা কম	- ৫০০ ল্যাট্রিন	- ২৪৫০০ ল্যাট্রিন	উপজেলা পরিষদ ৮০০ টি ল্যাট্রিন স্থাপন করতে পারে
	ড্রেনেজ ব্যবস্থার অভাবে জলাবদ্ধতায় জন-দুর্ভোগ		- ৮ কিমি ড্রেন	- পর্যাপ্ত বরাদ্ব নেই - পরিকল্পনার অভাব	- ২ কিমি ড্রেন	- ৬ কিমি ড্রেন	সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পত্র লিখতে পারে
শিক্ষা (প্রাথমিক শিক্ষা অফিস)	স্কুলে উপস্থিতি কমে যাওয়া	সমগ্র উপজেলা	২৩৯টি প্রাথমিক স্কুল	- স্কুলগামী রাস্তা কাচা/ ভাঙ্গাচোরা ও যানবাহনের	- ৮৩টি স্কুলগামী রাস্তা নির্মিত/চলমান	- ১৫৬টি স্কুলগামী রাস্তা নির্মাণ/সংস্কার প্রয়োজন	উপজেলা পরিষদ ১৮টি স্কুলগামী রাস্তা, ২৬টি স্কুল

				অভাব - অনিরাপদ ক্লাসরুম - ক্লাসরুমের স্বল্পতা - সামাজিক অনিরাপত্তা/ আইন-শৃঙ্গলার অবনতি	- ৯৩টি স্কুলে বর্ধিত ভবন নির্মিত/চলমান - ৪৬টি স্কুলে সংস্কার /উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন/ চলমান	- ৬০টি স্কুলে বর্ধিত ক্লাসরুম প্রয়োজন - ১০৬টি স্কুলে সংস্কার /উন্নয়ন কাজ প্রয়োজন	ভবনে সংস্কার কাজ করতে পারে
শিক্ষা (মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস)	মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠদানে উপযোগী শ্রেণীকক্ষ ও মাল্টিমিডিয়া সামগ্রীর অভাব	সমগ্র উপজেলা	১৫১টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৯৫০ জন শিক্ষক	- বাজেট/সংশ্লিষ্ট উপকরণের স্বল্পতা - মাল্টিমিডিয়া উপযোগী শ্রেণীকক্ষের অভাব - নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের সমস্যা	- ৯৭ টি প্রতিষ্ঠানে উপকরণ সরবরাহ - আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষিত শিক্ষক শতভাগ	- ৭৫৮টি স্কুলে মাল্টিমিডিয়া সংশ্লিষ্ট উপকরণ প্রয়োজন	উপজেলা পরিষদ ৫টি স্কুলে সংশ্লিষ্ট উপকরণ সরবরাহ করতে পারে
কৃষি (উপজেলা কৃষি অফিস)	- সেচ নালার অভাব - মাণসম্মতবীজেরঅভাব - উৎপাদনখরচ বেশী	সমগ্র উপজেলা	- সঠিক পদ্বতিতে সার/কীপনাশক বভবহার না বরা - ১১০০০ মে.ট. বীজ	- অপ্রতুল তহবিল - সঠিক পদ্বতিতে বীজ সংরক্ষণ না করা/জ্ঞ্যানের অভাব - কৃষি উপকরণ ও শ্রমের মূল্য বেশী	- পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ - ১০০০০ মে.ট. বীজ - কৃষি উপকরণের মূল্য কমানো	- - ১০০০ মন বীজ	উপজেলা পরিষদ ৫ কিমি সেচ নালা তৈরী করবে
কৃষি (উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিস)	রোগ-বালাইয়ে পশু মারা যাওয়া	সমগ্র উপজেলা	- ২৬০০০ গরু পালনকারী কৃষক - ৫০০০ গরু মোটাতাজাকরণ কৃষক - ২৫০০০ ছাগল/ভেড়া - ৮০০০০০ হাঁস-মুরগী	- কৃষকদের পশু পালনে জ্ঞ্যান/দক্ষতার অভাব - সময়মত পশু চিকিৎসায় অবহেলা - হাতের নাগালে ঔষধ না পাওয়া - ঔষধ এর স্বল্পতা	- ১০০০০ গরু পালনকারী কৃষক প্রশিক্ষণ পাবে - ২০০০ গরু মোটাতাজাকরণ কৃষক প্রশিক্ষণ পাবে - ২৫০০০ ছাগল/ভেড়া টিকা পাবে - ৮০০০০০ হাঁস-	- ১৬০০০ গরু পালনকারী কৃষক প্রশিক্ষণ আওয়াতার বাইরে থাকবে - ৩০০০ গরু মোটাতাজাকরণ কৃষক প্রশিক্ষণ আওয়াতার বাইরে থাকবে	উপজেলা পরিষদ ১০০০ গরু পালনকারী কৃষক ও ১০০০ গরু মোটাতাজাকরণ কৃষককে প্রশিক্ষণের আওয়াতায় আনতে পারে

					মুরগী টিকা পাবে		
কৃষি (উপজেলা মৎস্য অফিস)	রোগ-বালাইয়ে মাছ মরে যাওয়া	সমগ্র উপজেলা	- ২৩০০ মৎস্য চাষী	- কৃষকদের মাছ চাছে জ্ঞ্যান/দক্ষতার অভাব - সময়মত চিকিৎসা সামগ্রী না পাওয়া	- ১৭০০ মৎস্য চাষী প্রশিক্ষণের আওয়াতায় আসবে	- ৬০০ মৎস্য চাষী প্রশিক্ষণের আওয়াতার বাইরে থাকবে	উপজেলা পরিষদ ২০০ মৎস্য চাষীকে প্রশিক্ষণের আওয়াতায় আনতে পারে
মহিলা ও শিশু উন্নয়ন (উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস)	পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব	সমগ্র উপজেলা উপজেলা	- ৮০০০ মহিলা	- বাজেট স্বল্পতা - উপযোগী প্রশিক্ষণ কক্ষ্য না পাওয়া - দক্ষ প্রশিক্ষক না থাকা	- ১০০০ মহিলা প্রশিক্ষণের আওয়াতায় আসবে	- ৭০০০ মহিলা প্রশিক্ষণের আওয়াতার বাইরে থাকবে	উপজেলা পরিষদ ১০০০ মহিলাক প্রশিক্ষণের আওয়াতায় আনতে পারে
	অভিযোগ করতে/বিচার চাইতে অনীহা		- ২০০০ মহিলা	- বিচারকার্যে দীর্ঘ-সুত্রিতা - সমাজে লোক লজ্জার ভয় - সঠিক বিচার না পাওয়ার আশংকা	- ৮০০ মহিলা সেবার আওয়াতায় আসবে	- ১২০০ মহিলা সেবার আওয়াতার বাইরে থাকবে	
স্বাস্থ্য (উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্স)	হাসপাতাল চত্তরের অপরিচ্ছন্নতা	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১৫ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর প্রয়োজন। (৩,৫০,০০০ জন রোগী ও দর্শনার্থী কষ্ট করছে)	১। পরিচ্ছন্নতাকর্মীর স্বল্পতা ২। রোগী/এটেন্ডেন্টদের অসচেতনতা	৪ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী কাজ করছে	৯ জন কর্মীর প্রয়োজন	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ৯ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগের জন্য পত্র দেয়া
	হাসপাতালের আউটডোরে অপেক্ষমান রোগীদের বসার স্থানে রোগী বান্ধব পরিবেশ না থাকা	স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর আউটডোর	১টি আউটডোর (১,৮০,০০০ জন রোগী ও দর্শনার্থী কষ্ট করছে)	১। ওয়েটিং রুম রোগী বান্ধব নায়	কোন কার্যক্রম নেই	কোন কার্যক্রম নেই	উপজেলা পরিষদ ওয়েটিং রুম রোগী বান্ধব করতে ব্যবস্থা করতে পারে
মাণব দম্পদ উন্নয়ন (উপজেলা সমবায় আফিস)	অপ্রতুল প্রশিক্ষণ	সমগ্র উপজেলা	- ৩৫৪ টি সমিতির ১০৬২৪ জন সদস্য - ৩৫৪ টিসমিতির	পর্যাপ্ত বরাদ্ব না থাকা	- ১০ জন (প্রতিবছর) মোট ৫০ জন আঞ্চলিক অফিসে	- ১০৫৭৪ জন প্রশিক্ষণের বাইরে থাকবে	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক - ৮০টি ব্যাচে ২৪০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা

			২১২৪ জন কমিটি মেম্বর		প্রশিক্ষণ পাবে - ৪ ব্যাচে ১০০ জন (প্রতি বছর) হিসেবে মোট ৫০০ জন প্রশিক্ষণ পাবে	- ১৬২৪ জন প্রশিক্ষণের বাইরে থাকবে	যেতে পারে - ১টি মাল্টি-মিডিয়া প্রজেক্টর ও ১টি ল্যাপটপ প্রদান করতে পারে
	সমিতির ঘরের অভাব		১৬ টি অফিস ঘর	অফিস ঘর নেই	কার্যক্রম নেই	১৬টি অফিস ঘর প্রয়োজন	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ৫টি অফিস ঘর নির্মান করা যেতে পারে
সমাজকল্যাণ (উপজেলা সমাজসেবা অফিস)	শারিরিক প্রতিবন্ধিদের চলাচলে অসুবিধা	সমগ্র উপজেলা	৫৭৬ জন শারিরীক প্রতিবন্ধী	- হুইল চেয়ারের অভাব - বরাদ্ব নেই	কার্যক্রম নেই	৫৭৬ জন শারিরীক প্রতিবন্ধী	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ৫০ জন শারিরীক প্রতিবন্ধীকে হুইল চেয়ার বিতরণ
স্বাস্থ্য (উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস)	গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য ঝুকি	সমগ্র উপজেলা	২৮০০ মহিলা	- সচেতনতার অভাব - পুষ্টি জ্ঞানের অভাব - দারিদ্রতা	- ৪ ব্যাচে ১০০ জন (প্রতি বছর) হিসেবে মোট ৫০০ জন প্রশিক্ষণ পাবে	২৩০০ মহিলা প্রশিক্ষণের বাইরে থাকবে	উপজেলা পরিষদ ৮টি ব্যাচে ২০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে

চতুর্থ অধ্যায়
পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বাজেট

বাজেট সার-সংক্ষেপ

ক্র.নং	অর্থের উৎস	বাৎরিক বরাদ্ব	পঁচ বছরের সম্ভাব্য বরাদ্ব
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)	৯০,০০,০০০/-	৪,৫০,০০,০০০/-
২	বিশেষ কর্মসূচী (ইউজিডিপি)	৫০,০০,০০০/-	২,৫০,০০,০০০/-
৩	স্থাণীয়ভাবে আহোরিত সম্পদ (পূর্ববর্তী বছরের রাজস্ব উদ্বৃত্ত)	২,৪৩,০৪,৫০০/-	১২,১৫,২২,৫০০/-
৪	উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত দপ্তর সমুহের বাজেট	৮০,৫১,৬৫,০০০/-	৪০২,৫৮,২৫,০০০/-
৫	পৌরসভার উন্নয়ন কর্মসূচীর মঞ্জুরী	৩০,৯৯,৯১,০০০/-	১৫৪,৯৯,৫৫,০০০/-
৬	জেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচীর মঞ্জুরী	১৫,০০,০০০/-	৭৫,০০,০০০/-
৭	ইউনিয়ন উন্নয়ন কর্মসূচীর মঞ্জুরী (এলজিএসপি-৩)	৩,২০,০০,০০০/-	১৬,০০,০০,০০০/-
৮	উপজেলায় সংসদ সদস্যের মঞ্জুরী	২৫,০০,০০০/-	১,২৫,০০,০০০/-
৯	এনজিও তহবিল	৭৫,০০,০০০/-	৩,৭৫,০০,০০০/-

উপজেলা পরিষদ কেবল ক্রমিক নং ১, ২ ও ৩ অর্থাৎ এডিপি, বিশেষ কর্মসূচী ও স্থাণীয়ভাবে আহোরিত সম্পদ এর সম্মিলিত ফান্ড নিয়ে কাজ যা তার আওতাধীন। এ হিসেবে গফরগাঁও উপজেলার পাঁচ বছরের সম্ভাব্য মোট উন্নয়ন তহবিল হলো ১৯,১৫,২২,৫০০/- টাকা।

পঞ্চম অধ্যায়

হস্তান্তরিত বিভাগ সমুহের উন্নয়ন কার্যক্রম

উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা জেলা/ (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের লক্ষ্য হলো নিজস্ব পুজি বব্যবস্থাপনায় প্রান্তিক পর্যায়ে স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দরীদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকায়ন নিশ্চিত কওে দারিদ্র নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন।১ লক্ষ গ্রাম সমিতি গঠনের মাধ্যমে ৬০ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে এর সুবিধা দেয়া হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৪ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত
আশ্রায়ন প্রকল্প	সমাজ কল্যাণ	দেশের ভুমিহীন দরীদ্র পরিবারকে আশ্রয় দেয়া ও তাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দেয়াই এ প্রকল্পের লক্ষ্য। গফরগাঁও উপজেলা এ পর্যন্ত ৩টি আশ্রায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪০ টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	২ টি ইউনিয়ন	চলমান
এলজিএসপিপ্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	ইউএনডিপি এর অর্থায়নে ইউনিয়ন সমুহের গভর্নেন্স এবং অবকাঠামো উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের অন্যতম কাজ।	সকল ইউনিয়ন	৫ বছর
ইউজিডিপিপ্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	জাইকার অর্থায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ এর আওতায় উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকলটি ২০০টি উপজেলায় ৫ বছরের জন্য	৪৯১ টি উপজেলা	ডিসেম্বর, ২০১৬ হইতে জুন, ২০২১

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা জেলা/ (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ
		বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারী সেবা সমুহ জনগনের দোর গোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং উপজেলায় পরিষদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে তহবিল হস্তান্তর। যার ফলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে।		

বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

উপজেলা শিক্ষা অফিস

উপবৃত্তি প্রকল্প

সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী			সুবিধাভোগী পরিবার				মোট
বালক	বালিকা	মোট	১ম সন্তান	২য় সন্তান	৩য় সন্তান	৪র্থ সন্তান	
২৩৪৪৬	২৪৫২৪	৪৭৯৭০	৩৩৮৩৪	৬০৭৫	৫১৮	১০৮	৪০৫৩৫

চলমান প্রকল্পঃ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	পরিমাণ	অগ্রগতী
০১	টিফিন বক্র বিতরণ প্রকল্প	ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা- ২৪৭৩৯	টিফিন বক্র বিতরণ- ২১০২৮
০২	শহীদ মিনার নির্মান প্রকল্প	বিদ্যালয় সংখ্যা- ২৩৮	১৮০ টি
০৩	স্লিপ প্রকল্প	বিদ্যালয় সংখ্যা- ২৩৮	২৩৮ টি

সমাজসেবা

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীঃ

নং	বিবরণ	ভাতাভোগীর সংখ্যা		মোট
		নিয়মিত	২০১৭-১৮ অতিরিক্ত	
১	বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা	১০,৫৮১ জন	১০৫৫ জন	১১,৬৩৬ জন
২	বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতাভোগীর সংখ্যা	৩১৯৮ জন	৩০৫ জন	৩৫০৩ জন
৩	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা	২৪২৫ জন	২১৯ জন	২৬৪৪ জন
৪	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাভোগীর সংখ্যা	৭৪৪ জন	-	৭৪৪ জন
৫	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির সংখ্যা	১১৩ জন	-	১১৩ জন
৬	হিজড়া ভাতা	০৬ জন	০৬ জন	০৬ জন
৭	দলিত/হরিজন/বেদে সম্প্রদায়	১৫ জন	১৫ জন	১৫ জন

আর এস,এস কার্যক্রম ঃ

ক্রঃ নং	খাতের নাম	প্রাপ্ত বরাদ্ধ	বিনিয়োগকৃত অর্থ	আদায় যোগ্য অর্থ	আদায়কৃত অর্থ	অনাদায়ী অর্থ	আদায়ের হার
১	রাজস্ব তহবিল	৩,৬০,০০০/	৩,২৩,০০০/-	৩,২৩,০০০/-	৩,২৩,০০০/-	-	১০০%
২	ইউনিসেফ তহবিল	৪,০০,০০০/	৪,০০,০০০/	৪,০০,০০০/	৩,৯২,৪৯৫/	৭,৫০৫/-	৯৮%
৩	বিশেষ তহবিল	৬,০০,০০০/	৬,০০,০০০/	৬,০০,০০০/	৬,০০,০০০/	-	১০০%
৪	উন্নয়ন ৫ম পর্ব	১১,৩২,৫০০/	১১,৩২,৫০০/	১১,৩২,৫০০/	১১,৩২,৫০০/	-	১০০%
৫	উন্নয়ন ৬ষ্ঠ	১১,০০,০০০/-	১১,০০,০০০/-	১১,০০,০০০/-	১১,০০,০০০/-	-	১০০%
৬	সুদমুক্ত ঋণ তহবিল	৪৮,৫০,০০০/-	৪৮,৫০,০০০/-	৫৩,৩৫,০০০/	৪০,১৫,০০০/-	১৩,২০,০০০/-	
সর্বমোট		৮৪৪২৫০০/-	৮৪০৫৫০/-	৮৮৯০৫০০/-	৭৫৬২৯৯৫/-	১৩২৭৫০৫/-	৯৫%

দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পূনবার্সন কার্যক্রমঃ

ক্রঃ নং	খাতের নাম	প্রাপ্ত বরাদ্ধ	বিনিয়োগকৃত অর্থ	আদায় যোগ্য অর্থ	আদায়কৃত অর্থ	অনাদায়ী অর্থ	আদায়ের হার
১	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনবার্সন ঋণ কার্যক্রম	১৪,৮৭,১৮৭/	১৪,৭৭,১০০/-	১৪,৭৭,১০০/-	১১,৪২,৬০০/	৩,৩৪,৫০০/	৭৭%

বিআরডিবি

ঋণ কার্যক্রম (লক্ষ টাকায়) ঃ-

ক্রঃ নং	বিবরণ	প্রাপ্ত তহবিল	ঋণ বিতরণ	আদায় যোগ্য	আদায়	আদায়ের হার%	খেলাপী/বকেয়া
০১	স্বল্প মেয়াদী (শস্য) ঋণ	৪৫৫.০২	৪৫১.৯৭	৪২৬.৭৭	৩৬০.৫৪	৮৪%	৯১.৪৩
০২	মেয়াদী (সেচ যন্ত্র)	২৩৪.১৯	২৩৪.১৯	২৩৪.১৯	২১৭.১১	৯৩%	১৭.০৮
০৩	মউ	ব্যাংক-১৯৬.৫৯ নিজস্ব-১৭.০২	১৯৬.৫৯ ১৭.০২	১৭৬.৫৯ ১৪.০২	১৭৬.৪২ ১৩.৬৩	৯৯% ৯৭%	২০.১৭ ৩.৩৯
০৪	আবর্তক (কৃষি)	১৪.০৯	৮৫.৮৬	৭৬.০৬	৭০.৫৬	৯৩%	১৫.৩০
০৫	সদাবিক	৬৬.০০	১৮০.১৬	১৬৪.২১	১১১.৪৬	৬৮%	৬৮.৭০
০৬	পল্লী প্রগতি প্রকল্প	১৭.০০	৪৩.৭৭	৩৬.৪১	২৭.৬৮	৭৬%	১৬.০৯
০৭	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা	১৭.৯৯	২৯.৭৫	২২.৫৩	১২.৭১	৫৬%	১৬.৪৪
০৮	অপ্রধান শস্য উৎপাদন	২.৩৭	২.৩৭	২.৩৭	২.৩৭	১০০%	--
০৯	পজীপ	১১৯.৫৮	৩১০.০০	২৩২.৯৪	২২২.২৯	৯৫%	৮৭.৭১
	মোট=	১১৩৯.৮৫	১৫৯১.৬৪	১৩৮৬.০৯	১২১৪.৭৭	৮৮%	৩৩৬.৩১

অংশীদারিত্ব মূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিআরডিপি-২) তথ্যাবলী ঃ-

(ক) প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়নের সংখ্যা-০২ টি (খ) গ্রাম সংখ্যা- ২৪ টি
(গ) ইউসিসি স্কীম- ০৬ টি (ঘ) জিসি স্কীম- ২৪ টি
(ঙ) ইউসিসি গঠন- ০২ টি (চ) ইউসিসিএম- ২৪ টি।
(ছ) গ্রাম কমিটি গঠন- ১৬ টি (জ) গ্রাম কমিটির সভা- ২৫০ টি
(ঝ) প্রশিক্ষণ ব্যাচ- ১৮৫ টি (ঞ) সুবিধাভোগী- ২৫,১২০ জন।

অংশীদারিত্ব মূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (পিআরডিপি-৩) এর তথ্যাবলী ঃ-

(ক) প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়রেন সংখ্যা-০৪ টি (খ) গ্রাম সংখ্যা-২৬ টি
(গ) ভিডিসি স্কীম- ১৯ টি (ঘ) ইউসিসি গঠন- ০৪ টি
(ঙ) ইউসিসিএম- ৬৬ টি (চ) গ্রাম কমিটি গঠন- ২৬ টি
(ছ) গ্রাম কমিটির সভা- ২৪৪ টি (জ) প্রশিক্ষণ ব্যাচ- ৩৭ টি
(ঝ) সুবিধাভোগী- ১৫,৭৫০ জন।

পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) এর তথ্যাবলী ঃ-

(ক) বিত্তহীন মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা- ৮৪ টি
(খ) সদস্য সংখ্যা-২,০১২ জন (গ) শেয়ার আমানত- ৫,২০,০০০/- টাকা
(ঘ) সঞ্চয় আমানত-২৫,৪০,০০০/- টাকা ।

মহিলা বিষয়ক কার্যালয়

মহিলাদের আত্ন-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ বিতরনঃ

১. এ পর্যন্ত মোট তহবিল = ১০,৬১,৯৬৬/-
২. ঘূর্ণায়মান তহবিল = ২৮,১১,৯৯৯/-
৩. মোট ঋণ গ্রহীতা = ২৭৬জন

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ঃ

১. বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের উপর জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উঠান বৈঠক।
২. বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের সংখ্যাঃ ৩১ টি।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ঃ

১. উঠান বৈঠক ঃ ৬০ টি।
২. অভিযোগ প্রাপ্তির সংখ্যা ঃ ২১টি।

৩. মিমাংসার সংখ্যা ঃ ১৬ টি।
৪. আইনী সহায়তার সংখ্যা ঃ ৫টি।

ভালনারেবল গ্রুপ ডেভলপমেন্ট (ভিজিডি)

মোট উপকারভোগীর সংখ্যা প্রতি ২ বৎসর অন্তর অন্তর = ২,৫০২ জন

ক্রঃনং	ইউনিয়নের নাম	দুঃস্থ পরিবারের সংখ্যা
০১	রসুলপুর	১৪৬ জন
০২	বারবাড়ীয়া	১১৩ জন
০৩	চর আলগী	১৮০ জন
০৪	সালটিয়া	১৮৫ জন
০৫	ঐশরা	১৫৭ জন
০৬	রাওনা	১৬২ জন
০৭	মশাখালী	১৭৮ জন
০৮	গফরগাঁও	১৭৮ জন
০৯	পাঁচবাগ	১৭৪ জন
১০	উস্থি	১৪২ জন
১১	লংগাইর	১৪৬ জন
১২	পাইথল	১৫২ জন
১৩	দওেরবাজার	১৮৯ জন
১৪	নিগুয়ারী	২১৭ জন
১৫	টাংগাব	১৮৩ জন
	মোট=	২,৫০২ জন

ষষ্ঠ অধ্যায়

রুপকল্পএবং লক্ষ্য, ফলাফল ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ

রুপকল্প

অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক মান সম্মত শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও কৃষি ভিত্তিক সেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে গফরগাঁও উপজেলার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, ফলাফল ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ

ক্র.নং	লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১	যোগাযোগের ক্ষেত্রে জনগনের দুর্ভোগ কমানো	যোগাযোগ	উপজেলা পরিষদ ১৫টি আরসিসি রাস্তা, ৩৫টি এইচবিবি রাস্তা এবং ২০টি সংস্কারযোগ্য রাস্তা মোট ৫০ কিমি সম্পন্ন করেছে। ফলে জনগণের দুর্ভোগ কমেছে এবং হাট-বাজার, ইউনিয়ন ও বিভিন্ন সরকারী সেবাদানকারী সংস্থায় যোগাযোগ সহজ হয়েছে।	- ৭৫টি রাস্তা করার ফলে জনগণের দুর্ভোগ অনেকটাই লাঘব হয়েছে।
২	নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্য-সম্মত পায়খানা নিশ্চিতকরণ এবং জলাবদ্ধতা দুরীকরণ	জনস্বাস্থ্য	উপজেলা পরিষদ ৪০টি বক্স-কালভার্ট এবং ৩০ টি ইউ/পাইপ ড্রেন করার ফলে ১৫টি ইউনিয়নে একদিকে যেমন জলাবদ্ধতা দুরীভুত হয়েছে, জমি ফসল করার উপযোগী হয়েছে তেমনি জনগণের যাতায়াত সহজ হয়েছে।	৭০টি বক্স-কালভার্ট ও ইউ-ড্রেন করার ফলে জলাবদ্ধতা দুরীভুত হয়েছে এবং ৭০০০ জনগণের দুর্ভোগ লাঘব হয়েছে।
৩	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতযয়াত সহজ করা এবং উপস্থিতি বাড়ানো	শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ স্কুল অভিমুখী ১৫টি রাস্তা নির্মাণ/সংস্কার করার ফলে ৯০০০ ছাত্র-ছাত্রীর যাতায়াত যেমন সহজ হয়েছে তেমনি স্কুলে উপস্থিতির হার বেড়েছে।	৯০০০ ছাত্র-ছাত্রীর যাতায়াত সহজ হয়েছে এবং স্কুলে উপস্থিতির সংখ্য ৭০% থেকে ৮৫% উন্নিত হয়েছে।
৪	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং কৃষকের উপার্জন বৃদ্ধি করার মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান বাড়ানো	কৃষি	উপজেলা পরিষদ ২০টি ড্রেন করার মাধ্যমে ১৬ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে ফলে ফসল উৎপাদন বেড়েছে। অন্যদিকে ১৫টি সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ করার ফলে ৪৫০ জন কৃষক জমিতে সার ও কিটনাশকের ব্যবহার সম্পর্কে অবগত হয়েছে ফলে মান সম্পন্ন ফসল এব উৎপাদন বেড়ে গেছে।	১৬ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে এবং ৪৫০ জন কৃষক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

সপ্তমঅধ্যায়

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্ল্যানিং ফরমেট

গফরগাঁও উপজেরা পরিষদেও গত দুই বচরের প্রকল্প কালিকা বিশ্লেষন করলে দেখা যায় প্রতি বছরই নতুন এইচবিবি/পাকা রাস্তা তৈরী, রাস্তা মেরামত বা উন্নয়ন, বক্স কালভার্ট স্থাপন, ইউ/পাইপ ড্রেন নির্মাণ ইত্যাদি করতে হয় ।এছাড়াও কোন কোন বছর সেচের ড্রেন নির্মাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার/উন্নয়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র ও বেঞ্চ সরবরাহ, নারী উন্নয়নে বিভন্ন কাজ করতে হয় । তাছাড়া বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের আযোজন করা হয় ।

প্ল্যানিং ফরমেটঃ

প্রকল্প বিবরণী						অবস্থান	বাস্তবায়নসূচি						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
আইঃ ট্যাঃ	কর্মসূচি/কার্যক্রমের শিরোনাম	বিবরণ	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (পুরুষ/ নারী, শিশু, প্রতিবন্ধি)	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রস্তাবিত বছর					বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ)	তহবিলের উৎস	কর্মসূচি প্রস্তাবকারি
							১	২	৩	৪	৫				
১	কার্পেটিং রাস্তা	উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়নের ২৫ টি সড়কের রাস্তা সিসিকরণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা।	২০ কিমি	১৫টি ইউনিনের ২০০ হাজার স্থানীয় জনগণ	যোগাযোগ	১৫ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৫০০	উন্নয়ন তহবিল	১৫টি ইউনিয়ন
২	রাস্তা সিসিকরণ	উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়নের ২০ টি সড়কের রাস্তা সিসিকরণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা।	১০ কিমি	১৫টি ইউনিনের ১৪০ হাজার স্থানীয় জনগণ	যোগাযোগ	১৫ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৪০০	উন্নয়ন তহবিল	১৫টি ইউনিয়ন
৩	রাস্তা এইচবিবিকরণ	উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়নের ২৮ টি সড়কের রাস্তা এইচবিবিকরণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা।	১৮ কিমি	১৫টি ইউনিনের ১৬০ হাজার স্থানীয় জনগণ	যোগাযোগ	১৫ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৩০০	উন্নয়ন তহবিল	১৫টি ইউনিয়ন
৪	রাস্তা মেরামত	উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়নের ২৬ টি সড়ক রাস্তা মেরামতের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা।	১৪ কিমি	১৫টি ইউনিনের ১০০ হাজার স্থানীয় জনগণ	যোগাযোগ	১৫টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	১৫০	উন্নয়ন তহবিল	১৫টি ইউনিয়ন
৫	বক্স-কালভার্ট নির্মাণ	উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়নের ৩৫ টি বক্স-কালভার্টনির্মাণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা ও জলাবদ্ধতা দুরীকরণ ।	৩৫ টি (৭০ মিটার)	১৫টি ইউনিনের ৮০ হাজার স্থানীয় জনগণ	জনস্বাস্থ	১৫টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৭০	উন্নয়ন তহবিল	১৫টি ইউনিয়ন
৬	ইউ-ড্রেন নির্মাণ	উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়নের ৩৫ টি বক্স-কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা ও জলাবদ্ধতা দুরীকরণ ।	৪৫ টি (৭৫ মিটার)	১৫টি ইউনিনের ৬০ হাজার স্থানীয় জনগণ	জনস্বাস্থ	১৫টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৯০	উন্নয়ন তহবিল	১৫টি ইউনিয়ন
৭	বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের ৫ টি স্কুলের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।	৫ টি (৩০০ মিটার)	৪৫০০ শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক	শিক্ষা	৫টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	১০	উন্নয়ন তহবিল	৫টি ইউনিয়ন
৮	বিদ্যালয়/শ্রেণিকক্ষ সংস্কার	উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের ৮ টি বিদ্যালয়/শ্রেণিকক্ষ সংস্কার করার মাধ্যমে পাঠদান সহজ করা।	৮ টি বিদ্যালয়/ শ্রেণিকক্ষ	৫৫০০ শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক	শিক্ষা	৮টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	১৬০	উন্নয়ন তহবিল/ ইউজিডিপি	৮টি ইউনিয়ন
৯	বিদ্যালয়/মাদ্রাসা/ মন্দিরের অবকাঠামোগত	উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নের ২০ টি বিদ্যালয়/মাদ্রাসা/মন্দিরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ও জনগণের	২৫ টি বিদ্যালয়/মাদ্রাসা/ মন্দিরের	১৫৫০০ জনগণ	অবকাঠামো	১৫টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৫০	উন্নয়ন তহবিল	১৫টি ইউনিয়ন

	উন্নয়ন	উপকার করা।													
১০	আসবাবপত্র সরবরাহ	উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের ২৫ টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ করার মাধ্যমে পাঠদান সহজ করা।	২৫ টি বিদ্যালয়	১২৫০০ শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক	শিক্ষা	৭টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৫০	উন্নয়ন তহবিল	৭টি ইউনিয়ন
১১	শিক্ষা উপকরণ বিতরণ	উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের ২০ টি বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করার মাধ্যমে পাঠদান সহজ করা।	২০ টি বিদ্যালয়	১০০০০ শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক	শিক্ষা	১০টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৪০	উন্নয়ন তহবিল	১০টি ইউনিয়ন
১২	গভীর নলকূপ স্থাপন	উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নের ১০০ টি নলকুপ স্থাপন করার মাধ্যমে সুপেয় পানি নিশ্চিত করা।	১০০ টি নলকুপ	৭৫০০ জনগণ	জনস্বাস্থ্য	১৫টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৫০	উন্নয়ন তহবিল/ ইউজিডিপি	১৫টি ইউনিয়ন
১৩	টয়লেট নির্মাণ	উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নের ২৫০ টি টয়লেট নির্মাণ করার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা।	২৫০টি টয়লেট	১২৫০ জনগণ	জনস্বাস্থ্য	১৫টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৫০	উন্নয়ন তহবিল/ ইউজিডিপি	১৫টি ইউনিয়ন
১৪	প্রশিক্ষণ	বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ করার মাধ্যমে জনগণকে প্রশিক্ষিত করে সম্পদে পরিণত করা	বিভিন্ন দপ্তর	৮০০০জন	বিভিন্ন দপ্তর	১৫টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৫০	উন্নয়ন তহবিল/ ইউজিডিপি	১৫টি ইউনিয়ন

অষ্টম অধ্যায়

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণও মূল্যায়ন পরিকল্পনা

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্যঃ

উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাদের একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল থাকবে, যার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে প্রকল্প/ স্কিমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য (objectives) ও কর্মদক্ষতার সূচকের (performance indicators) ভিত্তিতে তাদের কর্মসম্পাদন দক্ষতা নিরূপন করতে সক্ষম হবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানতে সাহায্য করে:

(১) পরিকল্পনা অনুসারে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা

(২) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের জন্য সঞ্চালন করা হয়েছে কিনা

(৩) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের বাইরে অন্য কাজের জন্য সঞ্চালন করা হচ্ছে কিনা

(৪) বাস্তবায়িত কাজের ফলাফল (outputs) পরিকল্পনা অনুসারে হয়েছে

(৫) নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুসারে কাজের ফলাফল অর্জিত হয়েছে কিনা এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য সমূহ এখনো প্রাসঙ্গিক আছে কিনা

(৬) পরিকল্পনা তার লক্ষ্য অর্জন করেছে কিনা, যেমন; উপজেলার অভিষ্ট জনগোষ্টির জীবনযাপনে প্রত্যাশিত পরিবর্তন এনেছে।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাবাস্তবায়নঃ

- পাঁচ বছর মেয়াদে প্রতি বছর বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়
- উক্ত পাঁচ বছরে বার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফল অর্জনের মাধ্যমেপঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনারফলাফল অর্জন করা যায়

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাপরিবীক্ষণঃ

পরিবীক্ষণহচ্ছেপরিকল্পনারঅগ্রগতিএবংসম্পাদিত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের একটিনিয়মিতসংকলনএবংবিশ্লেষণযাপরিমাপযোগ্য সূচকেরমাধ্যমে পরিকল্পনারউদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশিত/ কাঙ্খিত ফলাফলেরঅসামঞ্জস্যতানিরূপণকরে থাকে।

- পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বার্ষিক ভিত্তীতে পরিবিক্ষণ করা হয়
- উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা, সম্পদ ব্যবহার, এবং সেগুলোর ফলাফল পরিবীক্ষন ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত

- উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি এবং প্রতিবেদন তৈরির জন্য উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদানের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দায়িত্বপ্রাপ্ত
- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকল্প সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন এবং পরিষদের সদস্যদের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবেন এবংএকটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করে উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকল্প-বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি ও একটি লিখিত বিবরনীও সংরক্ষণ করবেন।
- টিজিপি'র সহায়তায় ইউসিএফবিপিএলআরএম বার্ষিক ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ করে থাকে। ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণএবং মূল্যায়ন হয়। বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন গুলোর সমন্বয় করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়। একটি বছরের প্রকল্প এবং কার্য-প্রনালীর প্রত্যাশিত ফলাফল অনুসাওে কতটুকু কাজ হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় ।
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রতি বছর উপজেলা পরিষদের সভায় পর্যালোচনা করা হবে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতারঅংশ হিসেবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ডিসি অফিসে এবং ডিডি এলজি অফিসে পেশ করতে হবে। ডিডি এলজি ডিএলজি এবং স্থানীয় সরকার বিভাগে রিপোর্ট করবেন।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনামূল্যায়নঃ

- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে (৩য় বছর), একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে হবে যা পরিকল্পনার অগ্রগতি নির্ণয় করবে এবং প্রয়োজনে এই মূল্যায়নের সুপারিশের ভিত্তিতে পরিকল্পনা সংশোধনও করা যেতে পারে।
- পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বুঝার জন্য এবং সাথে সাথে ঐ সময়ে সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরনের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পুনঃবিবেচনা করার কথাও ভাবতে পারে।

মধ্যমেয়াদী মূল্যায়নের জন্য পর্যালোচনার বিষয় সমুহ-

- বাস্তবায়ন অগ্রগতিএবং সম্ভাবনাসমূহ;
- অগ্রগতির বিলম্ব এবংএর কারণ;
- স্থানীয় জনগনের পরিস্থিতি, চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের পরিবর্তন;
- জরুরী প্রয়োজন, যেমন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য; এবং
- বর্তমান প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার পূরণে স্থানীয় সম্পদের পর্যাপ্ততা।

উপজেলাপরিষদের অধিকাংশসদস্য পঞ্চবার্ষিকপরিকল্পনাসংশোধনেরব্যাপারেঐক্যমতে পৌঁছালে একই মূলনীতিরউপরভিত্তিকরেএবংপরিকল্পনা প্রস্তুতির একই রকমপ্রক্রিয়াগ্রহণকরতেহবে;

প্রস্তাবিতসংশোধনগুলোবিবেচনায়আনতেহবেএবং এই প্রক্রিয়াসহজতরকরা যেতেপারে। যদি পঞ্চবার্ষিকপরিকল্পনাসংশোধনকরাহয়তবেবার্ষিকউন্নয়নপরিকল্পনাএবংবাজেটতদানুযায়ীসংশোধনকরতেহবে।

- পঞ্চবার্ষিকপরিকল্পনার শেষে, একটিচূড়ান্ড় পরিবীক্ষণ / পর্যালোচনাকরতেহবেযারমাধ্যমে পরীক্ষাকরতেহবে যে প্রত্যাশিতফলাফল (পরিবর্তন) অর্জিতহয়েছেকিনাএবং এই পঞ্চবার্ষিকপরিকল্পনা থেকে কিশিক্ষাঅর্জিতহলোযাপরবর্তীপঞ্চবার্ষিকপরিকল্পনা তৈরিতেসহায়তাকরবে।

- চূড়ান্তপরিবীক্ষণ/পর্যালোচনা তৃতীয় পক্ষ দিয়েকরানোউচিৎযাতেপ্রত্যাশিতফলাফলএবংসূচকগুলোপরিকল্পনামাফিকঅর্জনকরাগিয়েছেকিনাতানির্ণয়করাযায়। যদি নাহয়, তাহলে কোনবিষয়গুলো দায়ী? এই পরিকল্পনারফলেকিশিখেছি (পঞ্চবার্ষিকপরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনায় কোনবিষয়গুলোকাজকরছেআর কোনগুলোকরছেনা, যেমনপ্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন),প্রক্রিয়া (পরিস্থিতিবিশ্লেষন, সম্পদের চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার, ইত্যাদি) এবংপ্রাতিষ্ঠানিককাঠামোপরীক্ষাকরে দেখতে হবে। এইগুলোউন্নয়নকার্যক্রম চক্রের পদ্ধতিএবং গুণগতমানেরউন্নয়নেসাহায্য করবে।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনের উদাহরণ-১ঃ

ক্র.নং	পঞ্চ-বার্ষিকপরিকল্পনার লক্ষ্য	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক	বার্ষিক অর্জন ও বাস্তবায়নের শতকরা হার (অর্জিত অভিষ্ঠের %)	সম্পদ/টাকা (%)
১	গ্রামীন সমাজে অবকাঠামোগত উন্নয়ন	উন্নত জীবিকা এবং জনসেবায় নাগরিকদের প্রবেশগম্যতা	- ২২ কিমি রাস্তা - ৬টি ব্রীজ-কালভার্ট	২০১৯: ৩.৫ কিমি (১৫%) ২০২০: ৪.৪ কিমি (২০%) ২০২১: ..... % ২০২২: ..... % ২০২৩: ..... %	২০১৯: ১৫% ২০২০: ২০% ২০২১: ..... % ২০২২: ..... % ২০২৩: ..... %

পরিবীক্ষণসময়কালেরউল্লেখযোগ্য বিষয়:
১ম বছরে, পঞ্চবার্ষিকপরিকল্পনা ও বার্ষিকপরিকল্পনাপ্রণয়নেবিলম্ব হওয়ায়উপজেলাপরিষদ বার্ষিকপরিকল্পনার সব প্রকল্প বাস্তবায়নকরতেপারেনি। উপজেলাপরিষদের উচিৎহবেবার্ষিকপরিকল্পনারসকলপ্রকল্পের বাস্তবায়ননিশ্চিতকরা।

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয়বিষয়:
এডিপি'রপ্রথম কিস্তি প্রাপ্তিরবিলম্বের কারণেপ্রকল্পের বাস্তবায়নবিলম্বিত হয়েছিল। উপজেলাপরিষদ বছরের শুরুতে বার্ষিকপরিকল্পনারকিছুপ্রকল্পের অর্থায়নকরারজন্য রাজস্ব উদ্বৃত্ত ব্যবহারকরতেপারে।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনের উদাহরণ-২ঃ

ক্র.নং	পঞ্চ-বার্ষিকপরিকল্পনার লক্ষ্য	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক	বার্ষিক অর্জন ও বাস্তবায়নের শতকরা হার (অর্জিত অভিষ্ঠের %)	সম্পদ/টাকা (%)
১	মাধ্যদিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঝরে পড়ার হার হ্রাস করা	নিম্ন আয়ের পরিবারের সকল শিক্ষার্থীদের খাদ্য সহায়তা প্রদান করা	১৫০ টি পরিবারের ১৮৭ জন শিক্ষার্থীকে খাদ্য সহায়তা	২০১৯: ৩৭ শিক্ষার্থী (২০%) ২০২০: ৩৭ শিক্ষার্থী (২৩%) ২০২১: ..... % ২০২২: ..... % ২০২৩: ..... %	২০১৯: ২০% ২০২০: ২৩% ২০২১: ..... % ২০২২: ..... % ২০২৩: ..... %

পরিবীক্ষণসময়কালেরউল্লেখযোগ্য বিষয়:
খাদ্য সহায়তাঝড়েপরারহারকমাতেকার্যকরহয়েছেতবে দীর্ঘমেয়াদীকর্মসূচীবজায়রাখারজন্য এতে প্রচুরপরিমাণসম্পদ দরকার। এই সমস্যা মোকাবেলাকরারজন্য আরোকিছুসহযোগীতা প্রয়োজন।

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয়বিষয় :
ইউনিয়ন থেকে পাওয়াকিছু প্রকল্প প্রস্তাবেরমানখারাপ ছিল। দরপত্র ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুততরকরার জন্য প্রকল্প প্রস্তাবেরমানউন্নতকরা দরকার। উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক ইউনিয়নপর্যায়েকর্মকর্তাদের প্রকল্পপ্রণয়নকরারবিষয়েপ্রশিক্ষণ প্রদানকরারসুপারিশকরাহচ্ছে।

নবম অধ্যায়
ইউসিএফবিপিএল ও টিজিপি

অর্থ,বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থাণীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি (ইউসিএফবিপিএল)

ইউসিএফবিপিএল:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	কমটিতে পদবী	মন্তব্য
১	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা), গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	সভাপতি	
২	চেয়ারম্যান, চরআলগী ইউনিয়ন,গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	সদস্য	
৩	চেয়ারম্যান, পাইথল ইউনিয়ন,গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	সদস্য	
৪	চেয়ারম্যান, লংগাইর ইউনিয়ন,গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	সদস্য	
৫	জনাব আব্দুল হালিম মানিক, সমাজসেবক, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	সদস্য	
৬	উপজেলা প্রকৌশলী, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	সদস্য-সচিব	

কমিটির কার্যাবলী:

- উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ. এনবিডিসমূহ, উপজেলা কমিটি ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর নিকট থেকে উপাত্ত সংগ্রহ।

ট্যাকনিকেল গ্রুপ ফর প্ল্যানিং (টিজিপি)

টিজিপির কাঠামো:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	কমটিতে পদবী	মন্তব্য
০১।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	আহবায়ক	
০২।	সহকারীকমিশনার (ভূমি), গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	সদস্য	
০৩।	উপজেলা কৃষি অফিসার, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	সদস্য	
০৪।	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	সদস্য	
০৫।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	সদস্য	
০৬।	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	সদস্য	
০৭।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	সদস্য	
০৮।	উপসহকারী প্রকৌশলী, জনস্থাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, গফরগাঁও	সদস্য	
০৯।	আঃ হালিম মানিক, সমাজসেবক, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	সদস্য	

কমিটির কার্যাবলী:

- উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ. এনবিডিসমূহ, উপজেলা কমিটি ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর নিকট থেকে উপাত্ত সংগ্রহ।
- উপজেলার সম্পদ বিবরণী ও সম্পদ ম্যাপ প্রস্তুত করা।
- ১৭ টি উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহ থেকে আইডিয়া ও প্রস্তাবনা সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা।
- এনজিও, সিবিও, সিএসও এবং ব্যক্তিখাতের সাথে আইডিয়া বিনিময় করা।
- উপজেলা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত মাপকাঠির ভিত্তিতে সকল প্রস্তাবনা যাচাই-বাছাই করা।
- একটি সমন্বিত উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক/বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করা।
- উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও এনবিডিসহ সংশ্লিষ্ট মহলের মতামত সন্নিবেশিত করা এবং চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা এবং উক্ত খসড়া অনুমোদনের জন্য উপজেলা পরিষদে পেশ করা।
- প্রতিটি প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (monitoring and evaluation) প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা এবং উপজেলা পরিষদের নিকট প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সুপারিশ পেশ করা।

পরিষিষ্ঠ

সচিত্র উপজেলা পরিষদ

আলতাফ গোলন্দাজ সেতু

পাঁচবাগ জামে মসজিদ

ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর

গফরগাঁও সরকারী কলেজ